HAND-BOOK

OF

BENGALLI LITERATURE

PART I.

COMPILED

BY

MOHENDRA NATH BHATTACHARYA M.A.

বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থ বিদ্যাধ্যাপক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,

সঙ্কলিত।
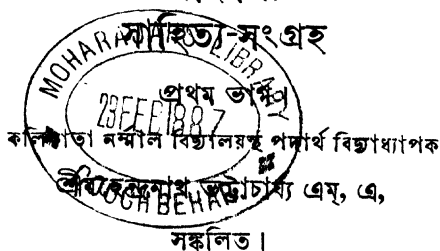
"কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্"।

কলিকাতা

কৃষ্ণদাস পালের লেন নং ১ বাটীতে

হিতৈষী যন্ত্রে

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৭৯।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

অশেষ গুণালঙ্কৃত পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বকং বিজ্ঞাপন মিদং

সম্প্রতি বঙ্গীয় কাব্য কানন হইতে কয়েকটী কুসুম সংগ্রহ করিয়া এই "সাহিত্য সংগ্রহ" গ্রন্থরূপ হার গ্রন্থন করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিবে, কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ ও অকপট সৌহার্দ্য ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে আপনি যে ইহারে চিরকাল সমাদরে ধারণ করিবেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত, ইহারে আপনার কর কমলে সমর্পণ করিলাম!

কলিকাতা
২১ কার্ত্তিক
১২৭৯।

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

PREFACE.

In the following pages an attempt has been made for the first time in the history of our National Literature to present in one volume a systematised series of specimens from the writings of the principal Bengalli poets from the earliest times to the present day-from Bidyapati and Chandi Das to Ranglal and Michael. The work commences with a brief account of the origin of the Bengalli Language and contains, besides a few specimens of the well-known *Padas* of the Dawn of our Vernacular Literature, extracts from *Kirtibás, Kavikankan, Kássídás, Kaviranjan, Bhárat chandra, Madan mohan, Isswar Gupta, Ranga lall, Michael Madhusudan* and others, together with biographical and critical notices of the lives and writings of these poets. In making these selections such passags were chiefly preferred as from their subject or style are suited to be read in schools or committed to memory.

A companion prose volume of the same size as this is now in the press and will be ere long before the public.

5th Nov 1872. M. N. Bhattacharya.

বিজ্ঞাপন।

প্রধান প্রধান বাঙ্গালা কাব্যের সার সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য সংগ্রহের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরামদাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণের জীবন চরিত, কবিত্ব ও রচনা প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ বিরচিত কয়েকটী পদ ও রামায়ণ মহাভারত, চণ্ডীকাব্য, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, বাসবদত্তা, হিতপ্রভাকর, পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, মেঘনাদবধ, সদ্ভাবশতক, মিত্রবিলাপ প্রভৃতি কাব্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। রামরসায়ন, নির্ব্বাসিতের বিলাপ ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কবিতাবলী প্রভৃতি কাব্য হইতেও কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার মানস ছিল; বাহুল্য কারণ আপাততঃ ক্ষান্ত রহিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে এই খানি পাঠ করিয়া যদি বাঙ্গালা কাব্যের প্রতি কাহারও কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মে তাহা হইলেই সংগ্রহকারের সমস্ত শ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা
২১ কার্ত্তিক
১২৭৯।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বাঙ্গালা

সাহিত্যসংগ্রহ।

বঙ্গভাষার ইতিহাস।

বঙ্গভাষার মূলানুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ কোথা হইতে আগমন করিয়া এখানে অবস্থিত হন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারত ভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; তাঁহারা দেশান্তর হইতে আগমনপূর্ব্বক অত্রত্য অসভ্য জাতিদিগকে নির্জ্জিত ও নির্ব্বাসিত করেন এবং ক্রমে ক্রমে হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ আপনাদের হস্তগত করিয়া এখানে অবস্থিতি করেন।

ইউরোপীয় শাব্দিকগণ অনুমান করেন, কি হিন্দু, কি পারসীক, কি গ্রীক, কি লাটিন, কি

কেল্‌টিক,কি টিউটোনিক, কি লেটিক, কি স্লাবোনিক ইহারা সকলেই এক অভিন্ন মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ এই সমস্ত বহুদূরস্থিত জাতির ভাষায় কতকগুলি এরূপ সুসদৃশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যে উহারা এককালে এক ভাষী ও একজাতি ছিল, এই অনুমান আপনা হইতেই মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। যে মূল জাতি হইতে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আসিয়াখণ্ডের লোকে ইউরোপখণ্ডে গিয়া অধিবাস করে এরূপ একটী জনপ্রবাদ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং গ্রীক ও রোমক ইতিহাসবেত্তাগণ সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে লোক-পুঞ্জ আসিয়া গ্রীস ও ইতালি দেশে অধিবাস করে। হিন্দুদিগের বেদসংহিতাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রপাঠে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা উত্তরাঞ্চলস্থ কোন শীত-প্রধান দেশ হইতে আগমন করিয়া সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করেন; পরে তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে বিকীর্ণ

হন। পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যেখানে তাঁহাদের আদিম নিবাস ছিল, তথায় দশ মাস শীত দুই মাস গ্রীষ্ম। অতএব বলিতে হইবে, তাঁহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় কোন হিমপ্রধান উত্তরপ্রদেশ হইতে আসিয়া পারস্তানে অধিবাস করেন। এই সকল কারণে, আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থল আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম নিবাস বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অনেকে বিবেচনা করেন, আর্য্যগণ প্রথমতঃ কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশ সন্নিহিত তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিবাস করিতেন। অনন্তর তথা হইতে বিনির্গত হইয়া নানা স্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি আদিম আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে গমন করিয়া আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমভাগ ও ইউরোপখণ্ডের বহুবিস্তৃত ভুখণ্ড সমুদায় অধিকার করেন, আর কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তান ও ভারতভুমি জয় করিয়া তথায় অধিবাস করেন।

কোন্ সময়ে যে ইদানীন্তন ইউরোপীয়দিগের

পূর্ব্ব পুরুষগণ হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করেন; আর কোন্ সময়েই বা পারস্তানীয় ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ আদিম আবাস পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তানে ও হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, আর্য্যবংশীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা পারসীকদের সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষাকৃত অধিক দিন পর্য্যন্ত একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রীক ও রোমকদিগের প্রস্থানান্তর হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বতন পুরুষেরা আদিম আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত একত্র অবস্থিতি করেন; পরে ধর্ম্ম-বিষয়ক মত ভেদ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ সমুপস্থিত হয় এবং সেই বিসম্বাদ নিবন্ধন তাঁহারা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। এই বিরোধ প্রভাবে এক পক্ষ পারস্তানে প্রস্থান করিয়া পারসীক নাম প্রাপ্ত হন এবং অন্য পক্ষী-য়েরা ভারতভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তথায়

উপনিবিষ্ট হইয়া উত্তর কালে হিন্দু নামে বিখ্যাত হন। *

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে বোধ হয়, যৎকালে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন, তখন পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী সরস্বতী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইত। কিন্তু মনুসংহিতা বিরচিত হইবার পূর্ব্বেই কোন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ উহার গতির পরিবর্ত্তন হয় এবং পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী মরু-ভূমির অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যদি উত্তর কালে ভারতবর্ষীয় ভূদর্শনের সবিশেষ উন্নতি হইলে সরস্বতী নদীর, তিরোভাবের সময় নিরূপিত হয়, তাহা হইলে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কোন্ সময়েই বা বেদভাষা সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয় তাহাও অবধারিত হইতে পারিবে।

---

* হিন্দু শব্দটী সংস্কৃত নহে; এটী প্রাচীন পারসীক ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও সিন্ধুর প্রাচীন পারসীক নাম হপ্তহেন্দু ও হেন্দু। এই নিমিত্ত বোধ হয়, সিন্ধু হইতে হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

এক আদিম আর্য্যজাতি হইতে যেরূপ গ্রীক লাটিন, জর্মেন, ইংরাজ, রুষ, পারসীক ও হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ এক আদিম আর্য্যভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়াছে। আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম আর্য্যভাষার পরিণামে গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক, টিউটোনিক, পারসীক ও বৈদিক প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার, এই শেষোক্ত ভাষাগুলির পরিণামে ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডের প্রায় যাবতীয় ইদানীন্তন প্রধান প্রধান ভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মনুষ্যদিগের ভাষারও নিয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশবিশেষে রীতিবিশেষে রূপান্তরিত হওয়াতে কালসহকারে এক ভাষা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভারত-বর্ষীয় আর্য্যদিগের আদিম বেদভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া মনু ও বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয় এবং সেই সংস্কৃত ভাষার পরিণামে বুদ্ধদেবের সময়ে গাথা নামে একটী স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি

হয়। অশোক রাজার রাজত্বকালে ঐ গাথা নাম্নী ভাষা পালী নামে প্রখ্যাত হয়। এই পালী ভাষায় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিত হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে অদ্যাপি ইহার আলোচনা হইয়া থাকে। যৎকালে কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনী রাজের সভায় থাকিয়া নিরুপম কাব্যনিচয় রচনা দ্বারা নির্ম্মল যশোরাশি লাভ করেন, তখন ভারতবর্ষে প্রাকৃত, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি অন্যূন দ্বাদশটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত ভাষার পরিণামে পঞ্জাবী, হিন্দি, মৈথিলী, বাঙ্গালা, উৎকল, তৈলঙ্গী, কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রীয়, গুর্জ্জর প্রভৃতি ভারতবর্ষ প্রচলিত অধুনাতন ভাষাসমূহের উৎপত্তি হয়। অনেকে অনুমান করেন, প্রাকৃত ও মাগধী ভাষার পরিণামে, হিন্দিভাষা উৎপন্ন হয় এবং হিন্দির কিঞ্চিৎ রূপান্তর বশতঃ বাঙ্গালার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিকও বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন রচনাবলী পাঠ করিলে সকলেরই এরূপ প্রতীতি হয়, যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দির সহিত বাঙ্গালার বিলক্ষণ সংস্রব ছিল।

পদকর্ত্তাগণ।

কোন্ ভাগ্যবান জনের লেখনী হইতে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব প্রথম রচনা বিনির্গত হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, লাউসেনকৃত মনসার গান বঙ্গভাষার আদি রচনা। এতদ্দেশে এক সময়ে মনসা দেবীর উপাসনার বহুল প্রচার ছিল এবং তাঁহার উদ্দেশে বঙ্গ ভাষায় পদ্যময় স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। সে যাহা হউক, বিদ্যাপতি বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা প্রাচীন রচনা এপর্য্যন্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত, ইহাঁরেই আমরা বঙ্গ কবিকুলের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করি। ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চগৌড় নামক স্থানের অধীশ্বর শ্রীশিব সিংহের রাজধানীতে থাকিয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ে নানাবিধ সুমধুর পদাবলী রচনা করেন। নিম্নে বিদ্যাপতিকৃত কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করা গেল।

এধনি কমলিনী শুনইত বাণী।
প্রেম করবি অব্ সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃনালক সুত॥
সবহুঁ মতঙ্গ যে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেম করবি অব্ বুঝহ বিচারি॥

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তবে যৌবন বড় সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ না ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ কলা সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুন্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরিতি হয় লাখ গুণরঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকা ইহ বড় কাজ॥

পরিহরি সখি এ তোঁহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥

বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরতকি বাত।
কেমনে মিলব মাধব সাথ॥
সোবর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অল্প গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কি বোলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥

না জানি প্রেমরস নাহি রতি রঙ্গ।
কেমন মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোঁহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥
সখি হে হাম অব্‌ কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভসক বহু নাহি হোয়॥
সোবর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জিউনিক সবযশ রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছুই তরাস।
শুনহ ঐছে নহে তাকো বিলাস॥

শুন শুন এধনী বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোঁহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥

পরশিতে চুঁছুঁ করে বারবি পানি।
মৌন রহবি পহুঁ কহইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
ঝাটসি ধরবি উলটী মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম গুরু শিখায়ব পাঠ॥

শুন শুন মুগধিনী মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকাতিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহু বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুনঃ পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

অম্বুজা বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিমি শশী॥
অপরূপ রূপ রমণি মনি।
যাইতে পেখলু গজরাজ গমনি ধনি॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী।
তনু অতি কমলিনী॥

কুচ ছিরিফল ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলোপর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিও মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
নিজগণ গনইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগ্ধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয়ে মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিহ সন্দেশে॥
দিনে একবার পহুঁ লিহে মোর নাম।
অরুণ দুহুঁ করে দিহে জল দান॥
বিদ্যাপতি বলে শুন বর নারী।
ধৈরয ধরচিতে মিলব মুরারি॥

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥
পুরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥

বিদ্যাপতির সমকালেই চণ্ডীদাস নামক আর এক জন কবি শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি বিলাস বিষয়ক বহুতর পদাবলী রচনা করেন। তিনি বীরভুম জেলার অন্তঃপাতি নান্নুর গ্রাম নিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রথমে অতিশয় মুর্খ ছিলেন এবং দিবানিশি কেবল তামাক সেবন করিতেন। এক দিবস রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া তামাক খাবেন মনে করিলেন, কিন্তু কোথাও অগ্নি না পাইয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্নির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্ত ভাগে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন মাঠের মধ্যে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী "বাশুলি" বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন তিনি অগ্নিলাভের প্রত্যাশায় দ্রুত বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি যাহা অগ্নি মনে করিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহা অগ্নি নহে, দেবীর অঙ্গজ্যোতি অগ্নি রূপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। তখন তিনি ভীতি সমন্বিত ভক্তিরসাভিষিক্ত হৃদয়ে দেবীরে প্রণাম করিলেন, দেবীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে বর

প্রদান করিয়া বলিলেন তোমারে আমি দুর্লভ কবিত্ব শক্তি প্রদান করিলাম, তুমি আমার প্রভুর ব্রজলীলা বর্ণন কর। চণ্ডীদাস এই রূপে কবি-শক্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনুক্ত বচন পাঠে প্রতীতি হইবে চৈতন্য দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই কৃত পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত" ॥

নিম্নে চণ্ডীদাসকৃত কয়েকটী পদ প্রকটিত করা গেল।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেনে বা হইল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি ভুষণ খসাঞা পরে ॥
বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারি তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে না বুঝি তাহার ছলা ॥

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে হাত বাড়াইলচান্দে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয় ঠেকেছে কালিয়া কাঁদে॥

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনী দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে চাহে মেঘ পানে কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে॥

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোঁহারি নাম॥
শুনিতে তোঁহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝুরয়ে নীর॥
যদি বা পুঁছয়ে বাণী।
উলটি করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিবে চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়॥

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল
অঙ্গের পরশ কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে মনে করি পাসরা না যায় গো
কি করিব কিহবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচয়॥

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হইল।
বিষম বড়বা অনল মাঝারে আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়স কিশোর বেশ মনোহর অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয় শীতল বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে ঠেকিলা রাজার ঝি॥

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটী কাম,
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙধনু ভঙ্গি ঠাম, নয়ান কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥

সোই এমন সুন্দর বর কান।
হেরি সে মূরতি সতী ছাড়ে পতি ত্যজি লাজ ভয়মান॥
এবড় কারিগরে কুন্দিল তাহারে প্রতিঅঙ্গে মদনেরশরে।
যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত দেখিনু দর্পনাকার।
তাহার উপর মালা বিরাজিত কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে লোমলতাবলি সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনি কামধনু জিনি ইন্দ্রধনুক আভা॥
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত মণির মঞ্জির তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া সেরূপ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া ধায়॥

বন্ধু সকলই আমার দোষ।
না জানিয়ে যদি করেছি পিরিতি কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া আইনু আপন সুখে।
কেজানে খাইলে গরল হইবে পাইব এতেক দুঃখে॥
মো যদি জানিতাম অল্প ইঙ্গিতে তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার ভরসা মরুক দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক ত্রিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাসে কহে এমনি পিরিতি করয়ে সুজন সনে॥

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥

বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ প্রাণে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভক্ষিমু গরলে ॥
এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াস্থ নাই নাহি টুটে ভুক।
কে আর ব্যথিত আছে কারে কব দুঃখ ॥
চণ্ডীদাসে কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাকদিয়া কুলবতী বাহির করায় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরু লতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

ধিকরহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে ॥

এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল ।।
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এদেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে ॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরুলতা পাতা সনে ॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে ॥
চণ্ডীদাসে বলে দৈবগতি নাহি জান।
দারুণ পিরিতি সেই ধরই পরাণ।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে ॥
এছার রসনা মোরে হৈলা কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
ততই দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ ॥
শ্যাম কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহু এছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু কর অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরম কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝিনু সে নাহিক সংসারে।
এতদিনে বুঝিলাম ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি যুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এতিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এদেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিলে নাই॥
নাদিলে রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছিল তার এপাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ বাঁচে তারে নাই দেখা।
এপাপ করমে মোর এমতি আছে লেখা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূরদেশে।
আরতি পুরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥

পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিলাম তায়
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা পড়সি জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটায়ে সকল সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায় ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহির কুট কুট করে সুখে দুঃখ দিল বিধি॥

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥

কালার পিরিতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয়॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি পাইনু এতেক দুঃখে॥
নান্নুরের মাটে গ্রামের হাটে বাশুলি আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে সুখ যে পাইব কোথা॥

আপনা খাইনু সোণাযে কিনিনু ভূষণে ভূষিত দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল এমতি কানুর লেহ॥
সেই মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া গড়ি দিল যে গহনা॥
প্রতি অঙ্গুলিত ঝলক দেখিত হাসে যে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল শেল রহিল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে না পুরয়ে সাধ।
খাইতে নাহি ঘরে সাধ বহু করে বিহি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায় আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরিতি নাহি পায় যদি পরাণে মরিয়া যায়॥

পাপ পরাণে কত সহিবেক জালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥
এজালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরিতের ডুরি॥

তেমতি নহিলে যায় এমতি ব্যাভার।
কলঙ্ক কলসী লয়ে ভাসিল পাঁথার॥
চণ্ডীদাসে কহে ইহা বাশুলি কৃপায়।
পিরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥

শুন শুন শুন হে রসিক রায়। [পায়॥
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিলাম নিবেদিয়ে তুয়া
কি জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল গরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে মনু॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণ কহে শ্যাম সোহাগিণী গরবে ভরল দে।
হামারি গরব তুঁহু বাড়াওলি আর টুটাওব কে॥
তুঁহারি গরবে গরবিনী হাম গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাসে কহে এমনি নহিলে পিরিতি কিসের সুখ॥

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম সকলি জানহ তুমি॥
যে তোর করুনা না জানি আপনা আনন্দে ভাসয়ে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন তেমতি বরজ পুরে।
সখীর আদরে পরাণ বিদরে সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী তোরে মোর মতি তোমার আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন সালঙ্কার মোর ভুষণে ভুষণ বাসি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুনহে সকলে বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে তুলনা নাহিক আর॥

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি॥

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এতিন ভুবনে আর কেবা মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরন লইলাম ও দুটি কমল পায় ॥
নাঠেল নাঠেল ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয় পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী চারি দিক হেরি যেমত চাতক পাখি ॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করিগান তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥
চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরিতি জগতে আর কি হয়।
এমত পিরিতি না দেখি কথন ইহা না কহিলে নয় ॥

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর রায়শেখর বাসুঘোষ, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি তদীয় ভক্তগণ বিস্তর

পদাবলী রচনা করেন। পাঠকগণের গোচরার্থে এই সকল মহাত্মাগণের বিরচিত কতিপয় পদাবলী নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

মান কয়লিত কয়লি কলহে কাহে
কান্দসি বৈঠ রহ তুহু ভওনে।
সো কাঁহা যাওব, আপহি আওব
পুনঃহি লোটাওব চরণে॥
সুন্দরি বচনে করিও বিশয়াস
সজল নয়নে হরি ধরণী লোটাওব
চিতে রহল মঝু পাশ॥
হেনু ধেনু ত্যজি সকল সখিগণ
পরিহরি নীপ মূলে বসই।
হরি হরি বলি শিরে কর হানই
তুয়া নাম করিয়ে নিশসই॥
তুয়া নাম লাগি কত বেরি বেরি মঝু ঘরে আওব
হামে হরি সাধব লাখ।
রায় শেখরে কহে তবে তুহু জানত
কাহে করত হুতাশ॥

ওহে শ্যাম ও বড়ি সুজন জানি।
কি গুণ বাঁচাইলা কি দোষে ছাড়িলা নবীন পীরিত খানি॥
তোমার পিরিতি আদর আরতি আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ জনম এমনি যাবে॥
ভাল হৈল কান দিলে সমাধান বুঝিলাঙ অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিলাম ভুবন ভরিল লাজে॥

যখনে আমার ছিল শুভ দিন তখনে বাসিতা ভাল।
এখনে এসাধে না পাই দেখিতে কান্দিতে জনম গেল ॥
কহয়ে শেখর বঁধুর পিরিতি কহিতে পরাণ কাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী ॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মুরুছায় ॥
পুলকে পুরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥

ধিক থাকুক এছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন খানে ॥
গোরা বিনে প্রাণ মোর আকুল বিকল।
নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল ॥
না হেরব চাঁদ মুখ না শুনিব বাণী।
হেন মনে করি গোরা বিনু পশিমু ধরণী ॥
গেল সুখ সম্পাদ যত পহুঁ কৈল।
শেল সন্দেশ মোর হৃদি রহি গেল ॥
গোরা বিনু নিশি দিশি আন নাহি মনে।
নিরবধি চিন্তি মুঞি নদিয়ার ধনে ॥
রাতুল চরণতল অতিশয় শোভা।
যাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা ॥
ডাহিনে আছিলা বিধি এবে ভেল বাম।
কাঁদে বাসুদেব ঘোষ স্মরি গুণ গ্রাম ॥

হরি হরি হেন দিন হোয়ব হামার।
শ্রীগুরু দেব চরিত গুণ অদভুত
নিরবধি চিন্তব হৃদয় মাঝার ॥
মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত
শ্রবণ চষক ভরি করবকি পান।
নিরুপম মঞ্জু মূরতি জন রঞ্জন
নিরখি করব কত তৃপত নয়ান ॥
ললিত অঙ্গোপরি মনোনীত
নব নব নাসা পুটে ভরি রাখব তায়।
ইহ বদনে উহ মধুর নাম
শুভ রটব নিরন্তর হরষ হিয়ায় ॥
কি কহব অব অতিশয়
সব দুর্লভ করি পরিচর্য্যা সফল হব হাত।
ধরণী পতিত হই পতিত এ নরহরি
চরণ কঞ্জু তব ধরব কি মাথ ॥

জয়জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাঁর যশঃরসায়ন গাওত জগত জনে ॥
বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দ দাতা।
যার তনুমন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করল ধাতা ॥
সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝুরে পশু পাখী পিরিতে মজিল সে ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহি ব্যাপিল যাহার গীতে ॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপপতি শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদেন স্বরূপ রায় রামানন্দ লয়া ॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিলা যাহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান ॥

বৃন্দাবনে রতি যারতারসঙ্গ সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনের প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহি জোর।।
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিকরহু দাস নরহরি ভণে।।

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয়জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম।।
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত।।
যবহু যে ভাব উদয়কর অন্তরে তব গায়ই দুঁহুমেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে যতন করি জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল রোয়তবৈষ্ণব দাস॥

কহ কহ কহ সুবদনী রাধে।
কিতোর হইল বিরাধে।।
কেনে তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লিখি।।
হেমকান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল।।
আঁখিযুগ অরুণ হইল।
মুখ পদ্ম শুখাইয়া গেল।
এমন হইলা কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া।।
এত শুনি কহে ধনি রাই।
এযদুনন্দন মুখ চাই॥

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি রে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে॥

গোলোক ছাড়িয়া পঁহু কেন বা অবনী।
কালারূপ হইলে কেনে গোরারূপ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি গোরা কেনে কাঁদে।
না জানি ঠেকিলা গোরা কার প্রেমফাঁদে॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে ঘন২।
ক্ষণে সখী সখী বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
ক্ষণেকে অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিছি চাঁদ চন্দন।
হেরইতে ঐছন লাগয়ে দহন॥
ছার পরাণ কুলবতীর না যায়।
কহিতে আকুল পঁহু ধুলায় লোটায়॥
গদাধর দাস কাঁদে গৌরাঙ্গ করি কোলে।
রায় রামানন্দ কাঁদে প্রণয় বিকলে॥
স্বরূপ রূপ কাঁদে বুঝিয়া বিলাস।
না বুঝিয়া কাঁদে মরু গোবিন্দ দাস॥

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবেহারী।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥

গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব চরণ ভরসা॥
কুল শীল মান সব দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুমি জগরঞ্জন মোহন বংশিধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রসপণ্ডিত রসিক চূড়ামণি॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥

ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু।
দুলভ মানুষ জনমে সত সঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লাভ লাগি॥
এরূপ যৌবন ভবন ধন জন ইথে কি আছে পরতীত।
কমল জলদল জীবন টলমল সেবহ হরি পদ নিত॥
শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবহ দাসী।
পূজন সখীগণ আত্ম সমর্পণ গোবিন্দ দাস অভিলাষী॥

পতিতপাবনী ধনী, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়।
দূরে না ফেলিহ মোরে, রাখিহ সখীর মেলে,
মিছা কাজে এ জনম যায়॥
কি কহিব মহিমা, ত্রিভুবনে নাহি সীমা,
ব্রজেন্দ্র নন্দন মনোমোহিনী।
এতেক মহিমা শুনি, স্মরণ লইনু আমি,
ব্রজকুল উদ্ধারকারিণী॥

মোরে কি এমন হব, শ্রীরাধার চরণ পাব,
সখীসঙ্গে কুঞ্জে কর বাস।
অন্ধকূপ গৃহ মাঝে, ডুবি রৈনু মিছা কাজে,
নিবেদয়ে গোবিন্দ দাস॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি সহকারে বঙ্গ ভাষারও যে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। উল্লি-খিত পদাবলী ব্যতীত তাঁহার শিষ্য ও অনুশিষ্য-গণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচনা করেন তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে রূপগোস্বামিকৃত রিপুদমনবিষয়ের রাগময়কোণ, সনাতনগোস্বামী প্রণীত রসময় কলিকা, জীবগোস্বামি রচিত কড়চাই, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, লোচন কৃত চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ। নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণন বিষয়ককয়েকটী পংক্তি সমুদ্ধত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নবদ্বীপে অবতরী।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস॥
নিরন্তর কৈলা তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম লীলামৃত ভাসাল সকলে।

কৃত্তিবাস।

এপর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মাগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহই রসভাব সমন্বিত সুবিস্তৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া যান নাই। অনন্তর আকবর সাহের রাজত্ব কালে শান্তিপুর সন্নিহিত ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী বিপ্রবংশ সম্ভূত কবিবর কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের ভাষা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সেই অভাব বিমোচন করেন। ফলতঃ কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ বঙ্গ-ভাষার সর্ব্ব প্রাচীন মহাকাব্য। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ন যে অন্যান্য মহাকাব্য অপেক্ষা প্রাচীন, উহার রচনা প্রণালীতেই তাহা অনুসূচিত রহি-য়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের ন্যায় কৃত্তিবাসের রামা-য়ণও সরলতারূপ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত। বস্তুত ভাষা রামায়ণের রচনা অতি সরল, উহাতে জটিলতার লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত; আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ড।

"আদিকাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥

অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে মিত্র সুগ্রীব মিলন ॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ ॥
এই সুধাভাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন ॥”

১৮০২ খৃঃ অব্দে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু উহা এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা বটতলার পুস্তক বিক্রেতাগণ যে রামায়ণ কৃত্তিবাসের বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত।

নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিরে রামায়ণের আভাষ প্রদান।

সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারিজন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥

সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীবের সহিত রাম করিবে মিলন॥
বালীকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্য ভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার॥
দশ মুণ্ড বিশ হস্ত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ॥
কহিবেন অগস্ত্য রামের দিগ্বিজয়।
পুনরপি সীতারে বর্জ্জিবে মহাশয়॥
দশমাস গর্ব্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে॥
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ॥
এগারো সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেনস্থিতি॥
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ আরোহণ।
জন্মিয়া করিবেন ইহা প্রভুনারায়ণ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন।

যদি গঙ্গা মাতা দেবী, আইলেন মর্ত্ত্য ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতীকার।
অমর নর তারিণী, পাপ তাপ নিবারিণী,
কলিযুগে এই অবতার॥
ধন্য ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি,
ধন্য ধন্য ধন্য কলি যুগে।
শতেক যোজন থাকে, গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে,
শুনি যমে চমৎকার লাগে॥

পক্ষীগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী, তার আছে কোটিহস্তী,
সেই নহে পক্ষীর সমান॥
গয়া গঙ্গা বারানসী, দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ গুহা যে মন্দার।
এ সব যতেক তীর্থ, কৃত্তিবাস সুভাষিত,
সর্ব্ব তীর্থ গঙ্গাদেবী সার॥

সীতার জন্ম ও রূপ।

চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী॥
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি।
এ সামান্যা নহে কন্যা কমলা আপনি॥
কন্যা রূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে॥
হরিণী নয়নে কিবা শোভিল কজ্জল।
তিল ফুল জিনি তার নাসিকা উজ্জ্বল॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি॥
অরুণ বরণ তার চরণ কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি রোমকূপে॥

শ্রীরামের রূপ বর্ণন।

অন্ধকার ঘরে যেন জ্বালিলেক বাতি।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ দ্যুতি॥
শ্যামল শরীর প্রভুর চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণ পূর্ণিত॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন॥

শ্রীরামের গঙ্গা স্নান ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার।

এক দিন দশরথ পুণ্যতিথি পায়ে।
গঙ্গা স্নানে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে॥
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিবেন কাঞ্চন॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শত শতে।
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে॥
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ॥
চলিলেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে॥
মুনি বলে কোথা রাজা করেছ প্রয়াণ।
ভূপতি কহেন গিয়া করি গঙ্গাস্নান॥
অপূর্ব্ব অনন্ত ফল ভাস্কর গ্রহণ।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন॥

ধেনুদান শীলাদান করে শত শত।
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত॥
দান কর্ম্ম করিতে হইল বেলা ক্ষয়।
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয়॥
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে।
চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে॥
যোড় হস্তে বলে রাজা মুনির গোচর।
আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর॥
আশীর্ব্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ॥
দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি।
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি॥
মুনি বলে রাজা তব সফল জীবিতা।
রাম তব পুত্র কিন্তু জগতের পিতা॥
ভরদ্বাজ এককালে দেখেন চমৎকার।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশেতে শোভিত পদাম্বুজ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন॥
সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ।
সুখে রহিলেন সৈন্য সহ মহারাজ॥
রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া॥

শ্রীরামকে রাজা করণের প্রস্তাব।

সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে।
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ সম্ভাষণে॥

ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ।
রামেরে করিল রাজা শুভাশীর্ব্বচন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতা পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে॥
রাজা বলে বৃদ্ধ আমি মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ব্বজন॥
আজি হইতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায়॥
মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি যোড়হাত॥
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড॥
আমায় রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভবার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ॥
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন।
রামের কল্যাণে করিলেন আগমন॥
কৌশল্যা বলেন রাম হও চিরজীব।
তোমার সহায় হউক পার্ব্বতী ও শিব॥
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে।
তোমাহেন পুত্র রাম ধরেছি উদরে॥
শুভক্ষণে জন্ম লৈলা আমার ভবনে।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে॥

রামকে বনবাস ও ভরতকে রাজা করিতে দশরথের নিকট
কৈকেয়ীর অনুরোধ ও দশরথের খেদ।

হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী সম্ভাষণে॥
দশরথ নৃপতির নিকট মরণ।
ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ॥
যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটে ভূমিপরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ রাজা গেল সেই ঘরে॥
পূর্ব্ব জ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদে।
গড়াগড়ি যায় রাণী কহিছে বিষাদে॥
সরল হৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে।
অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে রাজার কৈকেয়ী কান্দে দুঃখে॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে॥
কি হেতু করিলে ক্রোধ বল কার বোলে।
কোন ব্যাধি শরীরে লোটাও ভূমিতলে॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে॥
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদ পড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে॥
ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কার্য্য দিতে পারি প্রাণ॥
কৈকেয়ী বলেন সত্য করিলে আপনি।
অষ্ট লোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবাণী॥

নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিন সাক্ষী হও সকল সংসার।
একাদশ রুদ্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য।
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী যারা আছে নিত্য॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই।
সবে সাক্ষী রাজার নিকটে বর চাই।
স্মরণ করহ রাজা যে আমার ধার।
পূর্ব্বে ছিল তাহা শোধি সত্যে হও পার॥
যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম তাহে দিতে চায়েছিলে বর॥
করিলাম পূনর্ব্বার বিস্ফোটে তারণ।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলে রাজন॥
দুই বারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এক্ষণেতে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত॥
কৈকেয়ী বচনে যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উড়ে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তোর আশা।
স্ত্রী পুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা॥
রামবিনা আমার নাহিক অন্যগতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল এ মতি॥

রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবেন বন।
সেই দিন সেইক্ষণে আমার মরণ ॥
স্বামী যদি থাকে তবে নারীর সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ ॥
স্বামী বধ করিয়া পুত্ত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডাল হৃদয় তোর করিলি কি কার্য্য ॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে ॥
মাতৃবধ ভয়ে যদি নাহি লয় প্রাণ।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান ॥
বিষদন্তে দংশিল একাল ভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি ॥
কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ।
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ঔরস ॥
পরমায়ু থাকিতে বধিলি মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণদান ॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে ॥
স্ত্রী বশ যে জন তার হয় সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনে গমনোদ্যোগ।

কৈকেয়ী বলেন সত্য আপনি করিলে।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলে ॥
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করি বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে ॥
সত্য লঙ্ঘে যে জন তাহার সর্ব্বনাশ।
সত্য যে পালন করে তার স্বর্গবাস ॥

সত্য করিয়া আমায় তুমি দিলে বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী মায়ায়॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ হবে কেহ নাহি জানে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা কহত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শয়ন॥
কোপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে।
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপহিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবে বাকল।
বনে চৌদ্দবৎসর খাইবে ফুলফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদন।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বন॥
করিয়াছ কিবা কার্য্য পিতারে মূর্চ্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহেত উচিত॥
আছুক পিতার কার্য্য তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
হা রাম বলিয়া রাজা উঠেন দুঃখিত॥
মুখে নাহি শব্দ রাজা স্তব্ধ অচেতন।
হইলেন বাহির তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

রামের এসব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর ভাই লক্ষ্মণ সে জানে ॥
হেথায় কৌশল্যা করে দেবতা পূজন।
ধূপ ধুনা ঘৃত দ্বীপ জ্বালিয়া তখন ॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদবন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে ॥
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী ॥
শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ কর কিসে।
হস্তেতে আইল নিধি গেল দৈব দোষে ॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী ॥
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে ॥
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
হা পুত্র বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে ॥
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হইল মম কৈকেয়ী সতিনী ॥
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আজি যাই আমি বন ॥

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজকর্ম্ম দোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিতার আশ্বাস ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর সর্ব্বক্ষণে ॥
জানকী বলেন দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস ॥
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি ॥
প্রাণনাথ একা কেন হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী ॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে ॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ ॥
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি;
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি ॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতা ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক নানা সুখে।
ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবা দণ্ডকে ॥

তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কেবল।
কুশাঙ্কুশ বিদ্ধ হবে চরণ কোমল ॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি ॥
এত শুনি সীতাদেবী দুঃখিত অন্তরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ সকরুণ স্বরে ॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥
তব সহ থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্ণগৃহ নহে তার সমতুল ॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ আর।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যাম রূপ নিরখিয়া করিব বারণ ॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন ॥
দাস দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা ॥
পিতা মাতার হইবে যত শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হবে শোক পাসরণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর ॥

সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে॥
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে॥

শ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতার বন গমন।

রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী।
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখ সর্ব্বজন॥
যেই রাম ভ্রমেণ সোণার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে॥
কোথা নাহি দেখি হেন কোথা নাহি শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে॥
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তার কিসে রবে প্রাণ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র যার হৈল বনবাসী॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥
জানকী সহিত রামে যান তপোবন।
রাজ্য সুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ॥

পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে ॥
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাও ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া ॥
শৃগাল ভল্লুক হউক অযোধ্যা নগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে ॥
এই রূপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥
এক প্রকোষ্ঠ বাহিরে রহে তিন জন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন ॥
ভূপতি বলেন যে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যান বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
প্রাণ যাউক তাহে মেন নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥
জগতের হিত রাম জগত জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন ॥
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে ত্বরা যাই তিন জনে ॥
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর ॥
যাত্রা কালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোন জন না শুনন্তে পায় কার বোল।
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের জলে ॥

সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে রোদন করে, সীতার কারণে ॥

সীতা হরণে মারিচের নিষেধ।

অবোধ রাবণ একি তোমার দুর্ম্মতি।
কে দিলে এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি ॥
প্রাণাধিকা রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী ॥
রাম সহ বিবাদে যাইবা যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী ॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ ॥
লঙ্কাপুর মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি ॥
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরে পড়িবে এ প্রমাদ ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রনা দিলে লক্ষ্মী তাঁরে ভজে ॥
যেমত ছুটিলে হস্তি না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে ॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রামপুত্র শোকে ॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন।
সীতারো শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতিপুত্র তোমার থাকুক কুতূহলে ॥

বহু ভোগ করিবা হইবা চিরজীবী।
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী ।।
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার ।।
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এই বার সবাকার হইবে সংহার ।।

রাবণের প্রতি সীতার উক্তি।

অধর্ম্মিষ্ঠ অধন্য জঘন্য দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার ॥
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে বলিস্ তাঁহারে কুবচন ॥
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর ॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বন মাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি ।।

সীতা হরণ ও সীতার বিলাপ।

জনকের কন্যা যিনি রামের কামিনী।
শ্বশুর যাঁহার দশরথ নৃপমণি ।।
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাঁহারে রাক্ষস হরে অতি চমৎকার ।।
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলা প্রভু রাম গুণের সাগর ॥

বিক্রমে সিংহের সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলা হইল বিদ্যমান।
ত্বরা আইস দেবর কর পরিত্রাণ॥
অত্যন্ত চিন্তিতা সীতা করেন রোদন।
এমন সময়ে রক্ষা করে কোন্ জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
সীতা লৈয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইসে বলিয়া তাকায় চারিভিতে॥
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে॥
বনের ভিতরে যত আছ বৃক্ষ লতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা॥
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন॥
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত এই দায়॥
রাবণ বলিল সীতে ভাব অকারণ।
পাইলে এমত রত্ন ছাড়ে কোন জন॥
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কুল।
অতি কৃশা দীন বেশা কান্দিয়া আকুল॥

সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ॥
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ একজন॥
ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।
নল নীল হনুমান পবননন্দন।
জাম্বুবান্ সুগ্রীব বসেছে দুইজন।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ॥
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভুষণ ফেলি গলার উত্তরী॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতে তুলিয়া বদন॥
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মম আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে॥
চারি ভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়॥
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে॥
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সকলি তোমার।

লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া আসাতে রামের ভয়।

লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলা কোথা মম স্থাপ্যধন॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আছি কহিব কাহারে॥
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোণার পুতলী।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি॥
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহা ভয়ঙ্কর।
হিংস্র জন্তু কত শত কত নিশাচর॥
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িল প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিলেক বাদ॥

সীতাকে দণ্ডকারণ্যে না দেখিয়া রামের বিলাপ।

শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥

পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটী পালটী যত গোদাবরী তীর ॥
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী ॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন ॥
উপদেশ বাক্যে মন না দেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে ॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে ॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন্ মুনি পত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া ।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা ।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ॥
রাজ্যহীন আমি যদি হইয়াছি বটে ।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে ।
কৈকয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে ।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥
কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা ।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ ।
দিবা নিশি করিতেছে তমোনিবারণ ।।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার ।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার ॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে ।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে না ভাবে ।।
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি ।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি ॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান ।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥
তাহার উচিত ফল দিয়াছে আমারে ।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে ॥

শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য! তুমি ধন্য, ধন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন।
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা সীতা বলিয়া হৈলেন অচেতন॥
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষ্মণ করে কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে॥
রজনীতে নিদ্রা নাই ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস॥

বালী কর্ত্তৃক শ্রীরামকে ভৎর্সনা।

ভূমে পড়ি বালী রাজা করে ছট্‌ফট্‌।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহি বালী।
দন্ত কড়মড়ি করে দেয় গালাগালি॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে বাণ এ কোন বিধান॥

আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনে বিনাশিলে মহাপ্রাণী॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ॥
তপস্বির ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিবে প্রাণ সদা ভাব মনে॥
সর্ব্ব লোকে বলে রাম ধর্ম্ম অবতার।
ভাল রাম দেখাইলে সেই ব্যবহার॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ॥
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানী।
সম্মুখা সম্মুখী যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ॥
সম্মুখ সমর বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির॥
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ॥
কেমনে দেখাবে মুখ বিশিষ্ট সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালীরাজে॥
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন॥

ধর্ম্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে দুষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥
বানর হইতে কার্য্য করিতে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন ছার মন্ত্রি সহ করিলে মন্ত্রণা ॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন ছার ॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবাইনু চারি পারাবারে ॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে ॥
ত্রিলোক বিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব ॥
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায় ॥
এ নহে বিচিত্র ভার আমি বালীরাজ।
আমারে না জানে কোন বীরের সমাজ ॥
বিস্তর ভৎর্সিল রামে রণ স্থলে বালী।
কৃত্তিবাস বলে বালী কেন দেহ গালি ॥

সাগর দর্শনে ভয় ও সেনাগণের প্রতি অঙ্গদের উক্তি।

রামের আজ্ঞায় নল সাগর বান্ধিল।
অঙ্গদ কটক লয়ে দক্ষিণে চলিল।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ।।
তমোময় দেখা যায় গগণমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল।।
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস।।
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি।।
সুখে নিদ্রা যাও আজি সাগরের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে।।
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর।
রহিবারে পাতা লতায় সাজাইল ঘর।।
সাগরের কূলে তারা বঞ্চে সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব সেনাপতি।।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীর ভাগে।।
দৈব দোষে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন।।
ব্রহ্মার হস্তের সুধা ছলে কোনজনে।
ইন্দ্রের হস্তের বজ্র কোন জন আনে।।

প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে।
এত কর্ম্ম করিতে যে পারে মহাকৃতি।
দেখাইয়ে বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি।।
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী পুত্র দেখি॥

হনুমানের লঙ্কায় সীতা অন্বেষণ।

কান্দিতে কান্দিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানা বর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন।।
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনেমন।।
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন।
এস্থানে যদ্যপি পাই সীতার দর্শন।।
পুঁছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির।
প্রবেশিল অশোক কাননে মহাবীর।।
শংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর।।
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন।।
রাঙ্গাবর্ণের কত গাছ দেখিতে সুন্দর।
মেঘবর্ণ কত গাছ দেখে মনোহর।।
ঠাঁই ঠাঁই দেখে কত স্বর্ণ নাট্যশালা।
দেবকন্যা লইয়া রাবণ করে খেলা।।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনূমান হেথা পাব সীতা।
চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত প্রমাণ হস্তে লোহার মুদ্গার।।

নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥
দিবাভাগে যে চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন॥
সীতারূপ দেখি কান্দে বীর হনূমান।
সুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান॥
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি সূর্পণখার নাক হয় হত॥
ইহা লাগি চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মরে।
ইহা লাগি জটায়ুরে প্রহারে লঙ্কেশ্বরে॥
ইহা লাগি কবন্ধের ঘোর দরশন।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব মিলন॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগর॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনূমান।
অনুমানে যে ছিল সে দেখে বিদ্যমান॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম সীতার সন্তাপে॥
রাক্ষসীগণেরে মারি কি আপনি মরি।
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি॥
রাম সীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে।
কৃত্তিবাস এ সকল রাম গুণ রচে॥

হনূমানের অশোক বনে সীতা দর্শন ও রাবণের আজ্ঞায় সীতা প্রতি চেড়ীগণের দৌরাত্ম্য।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগণ॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর॥
মধুপানে রাবণ হইল কামাতুর।
বলে চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী।
রূপে আলো করিয়া কনক লঙ্কাপুরী॥
চামর ঢুলায় কেহ কারো হস্তে ঝারী।
দিব্য নারায়ণ তৈল দেউটি সারি সারি॥
দশ শত নারী সহ আইলা রাবণ।
অশোক কানন হৈল দেবতা ভুবন॥
হনূ বলে রাবণ হইলে অগ্রসর।
বুঝিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার॥
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আছি কভু ভাল নহে॥
গাছের আড়েতে গেল পাতাতে প্রচুর।
আপনা লুকায়ে দেখে বানর চতুর॥
নারীগণ সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনূমান দেখে॥
কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী।
শুনিবারে অগ্রসরে মারুতি কৌতুকী॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর।
গাত্র বাড়াইয়া রহে সীতার গোচর॥

রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে॥
দুই হস্তে দুই স্তন ঢাকিল জানকী।
লাবণ্য ঢাকিতে পারে হেন শক্তি কি॥
রাবণ বলেন সীতা কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
বলে হরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতি ধর্ম্ম বলে ছলে আনে॥
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর জ্ঞান করে মন॥
দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল।
দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ অঙ্গুলি॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভোগ্যা থাক নানা সুখে॥
রামের অত্যল্প ধন অত্যল্প জীবন।
ভোকে শোকে ফিরে সদা করিয়া ভ্রমণ॥
এখন কি রাম আছে মনে হেন বাসে।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষসে॥
মম বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান।
মনুষ্য সে রাম তারে কত বড় জ্ঞান॥
দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চূর্ণ সবাকার গর্ব্ব॥
নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সুন্দরী সে সকল তোমার॥
তোমার সেবক আমি তুমি ত ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর তোমা লয়ে যাই অন্তঃপুরী

তোমার চরণে ধরি করি হে ব্যগ্রতা।
কোপ ত্যজি মম কথা শুন দেবী সীতা॥
কারো পায়ে নাহি পড়ে রাজা দশাননে।
দশ মাথা লোটাইলাম তোমার চরণে॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিল অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে॥
অধার্ম্মিকা নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে॥
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায়ে তোরে হিত।
পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহী যায় সাধ।
সবংশে মরিবি তুই রাম সঙ্গেবাদ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ॥
অমৃত খাইয়া যদি হইস্ অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার।
রামের বাণের তেজে হইবে অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিলি দুরাচার।
রামের বাণের তেজে কোথা কথা তার॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রাম সঙ্গে করহ পীরিত॥
যদি বা রামের পদে না কর মিনতি।
শ্রীরামের হস্তে তোর নাহি অব্যাহতি॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী॥

যার পায়ে পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায়ে পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন ।।
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ।
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী ।।
রাম প্রাণনাথ মম রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা ॥
এত যদি সীতা দেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন।
এক বর্ষ জানকীরে করিব পালন ॥
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস ॥
সহিবেক আর দুই মাস দশস্কন্ধ।
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ ॥
জানকী বলেন রাজা কি বল কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত ॥
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর ॥
অনেক অন্তর দেখ কাঁজি সুধাপানে।
অনেক অন্তর দেখ লোহা যে কাঞ্চনে ।।
অনেক অন্তর হয় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল।
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খাল ।।
শ্রীরাম হৈতে তোরে দেখি বহুদূর।
রাম সিংহ দেখি তোরে যেমন কুকুর ।।
এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন।
সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥

হস্তে করি লৈল বীর খাণ্ডা এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা॥
এই খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুই খানি।
আর যেন নাহি শুনি দুরক্ষর বাণী॥
মারিতে কাটিতে চাহে কার নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সবে কান্দিছেন সীতা॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুলা ভূমি লোটাইয়া কান্দে॥
হনূমান মহাবীর আছে বৃক্ষ ডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষ তলে॥
কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হয় রাক্ষসের গণ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে॥
হেন কালে অন্তরীক্ষে থাকে যদি চর।
মম দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচর॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এ লঙ্কার সর্ব্বনাশ করুণ শ্রীরাম॥
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে।
শৃগাল কুক্কুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাংসে॥
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

ইন্দ্রজিত পতনে মন্দোদরীর আক্ষেপ।*

অনেক উপহারে, পূজিলাম মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইনু তেকারণে।
জন্মিয়ামাত্র সিংহনাদ, ত্রিভুবনে বিসম্বাদ,
হেন পুত্র মারিল লক্ষ্মণে॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে ছত্র নব দণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে যত,
তোমা বিনে সব লণ্ড ভণ্ড॥
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হাহা পুত্র মেঘনাদ, কার এত পরমাদ,
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচীর সহিত ইন্দ্র, সুখে আজি যাউক নিদ্র,
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত পুরন্দর,
লঙ্কার যে দেখিয়া দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ, জিনিলে যে ত্রিভুবন,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
চণ্ডাল যে বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞ স্থানে,
তেঁই সে বধিল লক্ষ্মণ বীর॥
লক্ষ্মী স্বরূপা নারী, শ্রীরামের সুন্দরী,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তার বাণী,
লঙ্কা মজিল তার শাপে॥

* এই বিষয়টী ১৮০২ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

যখন পুত্র যুদ্ধ করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,
দেবগণ না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার,
হা পুত্র কি মোর জীবনে ॥
শ্রীরাম রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি,
রাক্ষসকুল করিতে বিনাশ।
লয় রূপ সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি,
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের খেদ।

রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী ॥
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন ॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন ॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগর পারে বাম হৈল বিধি ॥
মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখি নিরন্তর।
কেনরে নিষ্ঠুর হৈলে না দেহ উত্তর ॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥

রাজ্য ধনে কার্য্য নাহি নাহি চাই সীতে।
তোমারে লইয়া আমি যাইব বনেতে ॥
উদয় অস্ত যত দুর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেনবা আমার সঙ্গে আইলে বনবাস ॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি রে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান ॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিলাম ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥
কেনবা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্যদণ্ড
কৈকেয়ী বিমাতা তাহে হইল পাষণ্ড ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দহ রামচন্দ্র পাইবে লক্ষ্মণ ॥
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস ॥

রাবণের রাম রূপ দর্শন।

রথোপরি দশানন চতুর্দ্দিকে চায়।
সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রে দেখিবারে পায়॥
অনিমিষে রাম রূপ করি নিরীক্ষণ।
অমনি রহিল চায়ে কি করিবে রণ॥
দুর্ব্বাদলশ্যামল কোমল কলেবর।
আজানু লম্বিত ভুজ অতি মনোহর॥
কমল নয়ন যুগ্ম শ্রবণে মিলিত।
মুখশোভা কোটী কোটী চন্দ্রের বাঞ্ছিত॥
বিম্বফল বিফল দেখিলে ওষ্ঠাধর।
মন্দহাস্য সুপ্রকাশ্য দন্ত চারুতর॥
বক্ষঃস্থল প্রশস্ত লক্ষ্মীর সিংহাসন।
নাভিকূপ অপরূপ রূপ সুগঠন॥
গজপতি শিখে গতি শ্রীরামের ঠাঁই।
কি দিব পদের তুল্য তুল্য আর নাই॥

রামের অযোধ্যায় পুনরাগমনে সকলের উল্লাস।

সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিন পরে রাম আইলেন দেশ॥
রথোপরি থাকি ভাই হইল দর্শন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
ভরত শ্রীরামেরে করেন নমস্কার॥
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত॥
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে॥

ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী॥
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্য জনে।
অন্ধ জনে চক্ষু পায় রাম দরশনে॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী॥

শ্রীরামের সহিত কৈকেয়ীর কথোপকথন।

রাম আইলা দেশেতে আনন্দ সবাকার।
শুনিলা কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার॥
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি॥
যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ প্রাণ নহে তাজিব জীবন॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিল তাহা রাম গুণমণি॥
হইল ব্যথিত প্রাণ সতায়ের তরে।
আগেতে চলিলা কৈকেয়ী অন্তঃপুরে॥
ধূলাতে বসিয়ে রাণী বিরস বদন।
হেন কালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ॥
কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড় করে।
দেশেতে আইনু আমি চৌদ্দ বর্ষ পরে॥
অরণ্যেতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে॥
লজ্জা পাইয়া কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে
বনে গেলে দেবতার কার্য্য সিদ্ধি লাগি।
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী॥

তুমি গোলকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতি ভার॥
সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি॥
বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়ে বিমাতা॥
চিরকাল ভরতের অধিক স্নেহ করি।
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতুরী॥
সর্ব্বঘটে স্থায়ী তুমি সুখ দুঃখ দাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়ে বিমাতা॥
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা।
জোড় হাত করি রাম কহিছেন কথা॥
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে।
তব দোষ নাহি মাতা দৈব নিবন্ধনে॥
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ॥
তোমা হইতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত।
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত।
তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন।
রাবণ মারিয়া তুষিলাম দেবগণ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী॥
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছল বাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা॥
সকলে আনন্দ হৈল রাম দরশনে।
আনন্দে রহিলা রাম মাতুল ভবনে॥

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভানুমতী
ইত্যাদি অনেক দেব রামা।
আইলেন অযোধ্যায়, দাস দাসী সঙ্গে যায়
বসনে ভূষণে নিরুপমা ॥
হাতে লৈয়া দুর্ব্বা ধান, রামের সম্মুখে যান
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর
পৃথিবীতে তব গুণ গান ॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে
করিল রামের গুণ গাণ।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী
নৃত্য গীত বাদ্যের বিধান ॥
কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

কবিকঙ্কণ।

কবিবর কৃত্তিবাসের জীবদ্দশাতেই অথবা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ' কবিতা পঙ্কজরবি শ্রীকবিকঙ্কণ ' কাব্যাকাশে সমুদিত হইয়া স্বীয় নির্ম্মল কবিত্ব প্রভায় গৌড়দেশ প্রভাময় করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র ও পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের দুই পুত্র, কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ। দাতাকর্ণ প্রবন্ধে যে কবিচন্দ্রের নামে ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় তিনিই কবিকঙ্কণের অগ্রজ বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। বোধ হয়, কবিকঙ্কণের ন্যায় কবিচন্দ্র নামটীও উপাধিমাত্র। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। চক্রবর্ত্তী কবিবরের পিতৃ পিতামহের মিশ্র উপাধি দেখিয়া বোধ হয় প্রথমে তাঁহাদের মিশ্র উপাধি ছিল, পরে এতদ্দেশে বাস করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত হন।

চণ্ডীকাব্য মধ্যে গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তৎপাঠে অবগতি হয় যে, বৰ্দ্ধমান বিভাগের শাসনকৰ্ত্তা দুরাত্মা মামুদ সরিফের দৌরাত্ম্য নিবন্ধন মুকুন্দরামকে পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে জন্মভুমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে, পলায়ন কালে পথিমধ্যে এক দিবস কুচুট কালেশ্বর নামক গ্রামে এক সরোবর তীরে তিনি রুক্ষস্নান ও উদক মাত্র পান করিয়া শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে শঙ্করমোহিনী চণ্ডী স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গের পরেই পত্র ও মসী লইয়া কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নানা স্থানে পর্য্যটন ও অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে আড়রাগ্রাম নিবাসী বাঁকুড়ার পূৰ্ব্বাধিকারী রাজা রঘুনাথের সন্নিধানে উপনীত হইয়া আত্মবিবরণ বর্ণনান্তর স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা কবিতা শ্রবণে যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়া পুরস্কার স্বরূপে রচয়িতারে দশ আড়া ধান্য প্রদান করিলেন এবং স্বীয় পুত্রের শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। রাজা

রঘুনাথ তদীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারে সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহারই প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া মুকুন্দরাম চণ্ডী-কাব্য প্রণয়ণে প্রবৃত্ত হন।

চণ্ডীকাব্যে মুকুন্দরাম অসামান্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রচনা পারি-পাট্য বিষয়ে কেহ কেহ মুকুন্দরাম অপেক্ষা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বগুণে গৌড়ীয় কোন কবিই চণ্ডীকাব্যকার হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। তাঁহার কীদৃশ কবিত্বশক্তি ছিল তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। যে সকল সৌভাগ্যশালী মহাত্মাগণ কাব্যরসাস্বদনে সম্যক্ সমর্থ তাঁহারাই বলিতে পারেন কবিকঙ্কণের কেমন অদ্ভুত কবিশক্তি ছিল। ফলতঃ তাঁহার সদৃশ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবি বঙ্গদেশে আর কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। ব্যাধনন্দন ও সদাগরের উপাখ্যান তাঁহারই মানস সম্ভূত; তাঁহার পূর্ব্বে কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন কবিই কালকেতু এবং ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপাখ্যানের অনুরূপ কিছুই বর্ণনা করেন নাই। কালীদহে কমলবাসিনী কামিনী

কর্ত্তৃক করি গ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার বর্ণন করিয়া চক্রবর্ত্তী কবি কবিকল্পনার একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণ এক সময়ে অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, এজন্য দারিদ্র্যে দুঃখ বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ফুল্লরার বার মাস্যা, খুল্লনার ছাগচারণ, ধনপতির কারামোচন কালের আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি বিষয় গুলি পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভুত হয়। স্বভাব বর্ণন ও সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণন বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। বলিতে কি, সমাজ সংক্রান্ত রীতি নীতি বর্ণনায় তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ অন্য কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। তৎপ্রণীত আদি রস ঘটিত বিষয় গুলিও অতি চমৎকার ও মনোহর এবং অশ্লীল শব্দ শূন্য হওয়াতে অতিশয় প্রশংসনীয়।

চণ্ডী কাব্যের উপসংহারে লিখিত আছে

"শকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

ইহাতে বোধ হয় ১৪৬৬ শকে চণ্ডীকাব্য বিরচিত হয়। পরন্তু গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে দুরাত্মা মামুদ সরিফের শাসন সময়ে কবিকঙ্কণ দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পুরাবৃত্ত পাঠে জানিতে পারা যায়, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সিংহাসনাধিরোহণের পর মামুদ সরিফ বর্দ্ধমানের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হয়। জাহাঙ্গীর ১৫২৮ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং বোধ হয় উল্লিখিত বচনটীতে লিপিকার বা প্রথম মুদ্রাকরদিগের প্রমাদ বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কবিচরিত লেখক বলেন 'শকে রস রসে বাণ' প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ ১৫৬৬ শকে চণ্ডীকাব্য লিখিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে তাঁহার এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। চৈতন্যবন্দনা স্থলে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন তাঁহার পিতামহ মহামিশ্র জগন্নাথ বহুকাল পর্য্যন্ত মীন মাংস পরিত্যাগ করিয়া গোপালের সেবায় অনুরত ছিলেন, সেই ফলে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন ও তৎকর্ত্তৃক সবিশেষ অনুগৃহীত হন। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু

অপ্রকট হন। অতএব ১৫৬৬ শকে তদীয় ভক্ত মহামিশ্র জগন্নাথের পৌত্র কর্ত্তৃক চণ্ডীকাব্য প্রণীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ।

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হইল যে মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে,
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর শিলিমাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় করি কৃষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
হল রাজা মামুদ সরিফ॥
উজীর হলো রায়জাদা, ব্যাপারিরা ভাবে সদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলো অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইল কাল, খিল ভূমি লেখে মাল,
বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥

ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সভার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ারে জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য,
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলে দরশনে॥
ভাই নহে উপযুক্ত, রূপ রায় নিল বিত্ত,
যদুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউট্যায় হৈল উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতন গিরি,
গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর,
উপনীত কুচুটে নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।
করে লয়ে পত্র মসী, অমনি কলমে বসি,
নানাছন্দে লিখিলা কবিত্ব॥
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই,
আরড়া নগরে উপনীত।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
রাজা দিল দশ আড়া ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ঘুচাল সকল দায়,
সুত পাশে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, *
গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়কেরে দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
সমভাষা করিয়া কুশল॥

---

* নির্ম্মল।

অথ সরস্বতী বন্দনা ।

বিধি মুখে বেদবাণী, বন্দমাতা বীণাপাণি,
ইন্দু কুন্দতুষার সঙ্কাশা ।
ত্রিলোক তারিণী ত্রয়ী, বিষ্ণু মায়া ব্রহ্মময়ী,
কবি মুখে অষ্টাদশ ভাষা ॥
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেতবস্ত্র পরিধান,
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার ।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে,
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥
শিরে শোভে ইন্দু কলা, করে শোভে জপ মালা,
শুক শিশু শোভে বাম করে ।
নিরন্তর আছে সঙ্গি, মসীপাত্র পুথী থুঙ্গী,
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে ।
দিবা নিশি করি ভাগ, সেবে যাঁরে ছয় রাগ,
অনুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী ।
রবাব খমক বেণী, সপ্তস্বরা পিণাকিণী,
বীণাবাদ্য মৃদঙ্গ বাদিনী ॥
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দ্দশ, সঙ্গীত কবিত্ব রস,
আসরে করহ অধিষ্ঠান ।
করিগো অঞ্জলি পুটে, উরগো আমার ঘটে,
দূর কর দুর্ম্মতি বিজ্ঞান ॥
দেবতা অসুর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
সেবে তব চরণ সরোজে ।
তুমি যারে কর দয়া, সেই বুঝে বিষ্ণু মায়া,
বৈসে সেই পণ্ডিত সমাজে ॥

দিবানিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দকবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরিয়া কবির কামে, কৃপাকর শিব রামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

অথ লক্ষ্মীবন্দনা।

অজিত বল্লভা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি ॥
যখন করিলা হরি অনন্ত শয়ন।
তাঁহার উদরে ছিল এই ত্রিভুবন ॥
জন্ম জরা মৃত্যু তব নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা তুমি হরি পদতলে ॥
অনল গরল আর কুম্ভীর মকর।
কত কত ছিল রত্নাকরের ভিতর ॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তোমা কন্যা হৈতে রত্নাকর বলি তারে ॥
ধনজন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজি রত্ন সিংহাসন ॥
অহঙ্কার তাহার তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে ॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে ॥
ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি।
নির্দ্দোষী পুরুষে রাখ চিরকাল সুখী ॥
কমলা থাকিলে মান সকল ভবনে।
লক্ষ্মীবান হইলে বিজয়ী হয় রণে ॥
সেই জন পণ্ডিত প্রশংসে অভিরাম।
সেই জন কুলীন সকল গুণধাম ॥

ভাগ্যবান সেই জন সেই মহাবীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির ॥
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া কৃপা নাহি কর যারে।
থাকুক অন্যের কার্য্য দারা নিন্দে তারে ॥
লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুম্ব বাড়ী যায়।
থাকুক আসন জল সম্ভাষ না পায় ॥
লক্ষ্মীর মহিমা কবিকঙ্কণেতে গায়।
ভক্ত নায়কেরে মাতা তুমি রাখ পায় ॥

শ্রীচৈতন্য বন্দনা।

অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি,
বন্দন সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ কন্দ,
পতিতেরে লওয়াও শরণি ॥
ভুবনে বিখ্যাত নাম, সুধন্য সপুণ্য গ্রাম,
জম্বুদ্বীপ সার নবদ্বীপ ॥
জম্ম কলি একাকারে, শ্রীচৈতন্য অবতারে,
প্রকাশিল শ্রীহরি সঙ্গীত ॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর,
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির অংশ,
ত্রাণ কৈল অখিল পরাণী ॥
সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর, ভুবন লোচন চৌর,
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধারী।
কপট লোচনে লোর, গলেতে ললাম ডোর,
সদা মুখে বলে হরি হরি ॥

ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, সার্ব্বভৌম সন্দীপনি,
ষড়্ভুজ দেখি কৈল স্তুতি।
প্রেমভক্তি কল্পতরু, অখিল জীবের গুরু,
গুরু কৈলা কেশব ভারতি ॥
কপট সন্ন্যাসী বেশ, ভ্রমিলা অনেক দেশ,
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী।
রাম লক্ষ্মী গদাধর, গৌরী বাসু পুরন্দর,
মুকুন্দ মুরারী বনমালী ॥
কৃপাময় অবতার, কলিকালে কেবা আর,
পাষণ্ড দলনে দৃঢ় পণ।
জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপের নিধি,
হরি ভাবে দৃঢ় কৈল মন ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা হরি পদছায়া,
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
ত্রিগর্ত্ত লাহোর দিল্লী, ভ্রমিলা অনেক পল্লী,
করি প্রভু মুক্তির সাধিকা ॥
কয়াড় অনুজ জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
এক ভাবে পূজিল গোপাল।
বিনয়ে মাগিলা বর, জপি মন্ত্র দশাক্ষর,
মীন মাংস ত্যজি বহুকাল ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, বিকাইনু রাঙ্গা পায়,
আজি মোর সফল জীবন।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

আদি দেব নিরঞ্জন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি,
সৃজনের উপায় কারণ॥
নাহি কেহ সহচর, দেবতা অসুর নর,
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবা নিশি, না উদয়ে রবি শশী,
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু সুপ্রকাশ, পরিধান পীত বাস,
অন্ধকারে ভাবে ভগবান।
কনক কঙ্কণ হার, দূর করে অন্ধকার,
পুরট মুকুতা মণিদাম।
কণ্ঠেতে কৌস্তুভ আভা, কোটি চন্দ্র মুখ শোভা,
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন নীরদ কান্তি, নখ জিনি ইন্দু পংক্তি,
আজানু লম্বিত ভুজদণ্ড॥
অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি, হৃদয়ে করেন যুক্তি,
জলস্থল আদি অধিষ্ঠান।
কথার সঙ্গতি নাই, চিন্তা করেন গোঁসাই,
আপনারে অশক্ত সমান॥
চিন্তিতে এমন কায, এক চিত্তে দেবরাজ,
তনু হৈতে নির্গত প্রকৃতি।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহামতি॥
আদি দেবী নিত্যশক্তি, ভুবন মোহন মূর্ত্তি,
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।

রচিয়া সংপুট পানি, মৃদুমন্দ সুভাষিণী,
সম্মুখে রহিলা নারায়ণী ॥
রাজহংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশ নখে দশ ইন্দু হাসে।
কোকনদ দর্পহর, যাবক বেষ্টিত কর,
অঙ্গুলী চম্পাক পরকাশে ॥
রাম রম্ভা জিনি উরু, নিবিড় নিতম্ব গুরু,
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।
মধুর কিঙ্কিনী বাজে, পরিধান পট্টসাজে,
বচন গোচর নহে বেশ ॥
রাজ হংস মন্দ গতি, হেম জিনি দেহ জ্যোতি,
করিকুম্ভ চারু পয়োধর।
তাহে শোভে অনুপম, মণি মুকুতার দাম,
যেন গঙ্গা সুমেরু শেখর ॥
হেম হারবর ছলে, কিবা সে উজ্বল করে,
স্থির হয়ে সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ, সুমন্দ মধুর হাস,
ভঙ্গি সব শিখিবার আশে ॥
বন্ধুক কুসুম ছটা, কপালে সিন্দূর ফোঁটা,
প্রভাত কালের যেন রবি।
অধর প্রবাল দ্যুতি, দশন মানিক পাঁতি,
দোঁহেতে বদল করে ছবি ॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু, নব অরবিন্দ বন্ধু,
তার কোলে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা, ধরিয়া কুন্তল ছলা,
বন্দি করি রাখে রবি ইন্দু ॥
তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত কোকিল ভাষা,
ভ্রূযুগল চাপ সহোদর।

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর।
অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, ভুবন মোহন বঙ্ক,
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলী খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে,
হেমময় ভুষণ শোভন॥
প্রভুর ইঙ্গিত পায়া, আদি দেবী মহামায়া,
সৃজন করিতে দিল মন।
উমাপদ হিত চিত, রচিল নূতন গীত,
চক্রবর্ত্তি শ্রীকবি কঙ্কণ॥
এক দেব নানা মূর্ত্তি হৈল মহাশয়।
হেম হৈতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয়॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।
রূপবান্ হৈল তার তনয় মহান্॥
মহতের পুত্র হইল নাম অহঙ্কার।
যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার॥
অহঙ্কার হইতে হইল পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই পঞ্চ জনে লোক বলে পঞ্চভূত।
ইহা হৈতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত॥
গুণ ভেদে এক দেব হইল তিন জন।
রজোগুণে পিতামহ মরাল বাহন॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু রূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল চারিজন।
সনৎ কুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইল তার চারের পূরণ।
বৈষ্ণবের আদি গুরু বিরিঞ্চি নন্দন॥

চারি জনে বুঝিলেন হরি ভক্তি সুখ ।
পিতৃ বাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ ॥
চারি পুত্র ত্যজে যদি তাঁর অনুরোধ ।
বিধাতার হৃদয়ে জন্মিল বড় ক্রোধ ॥
সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতার ।
তাহাতে জন্মিল নীল লোহিত কুমার ॥
পরে ব্রহ্মা জন্মাইল এই দশ সুত ।
আচার বিনয় বিদ্যা রূপ গুণ যুত ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু ।
পুলহ পুলস্ত হৈল সংসারের হেতু ॥
বশিষ্ঠ হইল দেব মুনি মহাতপা ।
দশম নারদ যারে হৈল হরি কৃপা ॥
আপনার তনু ধাতা কৈল দুইখান ।
বাম দিকে নারী হৈল দক্ষিণে প্রধান ॥
শতরূপা নামে নারী মনোহর তনু ।
পুরুষ হইল স্বয়ম্ভুব নামে মনু ॥
মনুরে কহিল ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ ।
গাইলা মধুরগীত শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

"ফুল্লরার বারমাস্যা ।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী ।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনী ॥
ভেরাণ্ডার খুঁটী আছে তার মধ্যে ঘরে ।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥
বৈশাখ বসন্ত ঋতু খরতর খরা ।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন ॥

বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন।
রবি করে করে সর্ব্ব শরীর দাহন ॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খায়ে করি উপবাস ॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে ॥
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁকে, নাহি খায় ফণি ॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি নীরে ॥
দুঃখে কর অবধান, দুঃখে কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান ॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥
কত নিবেদিব দুঃখ, কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥

কেহ না আদরে মাংস, কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের চড় ॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান।
হাটে মাটে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥
অভাগ্য মনে গণি, অভাগ্য মনে গণি।
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি ॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা তনূনপাৎ তৈল তাম্বুল তপন ॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল ॥
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল ॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উক্তি।

মৌন ব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষৎ কুপিয়া বীর কহে যোড় পাণি ॥

বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার ।
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার ॥
ছাড় এই স্থান রামা ছাড় এই স্থান ।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥
একাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজ ঘর ।
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর ॥
বড়র বহুরি তুমি বড় লোকের ঝি ।
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি ॥
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে ।
মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥
চোর খাণ্ডা হইতে তুমি নাহি কর ভয় ।
চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয় ॥
হিত উপদেশ বলি শুন ব্যবহার ।
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার ॥
মোর বোলে চল ঘর পাবে বড় সুখ ।
রাজার গোচর হৈলে পাবে বড় দুঃখ ॥
এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর ।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥
শরাশনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ ।
হাতে শরে রহে বীর চিত্রের নির্ম্মাণ ॥
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর ।
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন ।
হতবল বুদ্ধি হৈল আখেটী নন্দন ॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুশর ।
ছাড়াইতে নারে রামা হইল কাঁকর ॥

কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি।

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দূর দুর ॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মূষলধারে জল ॥
কলিঙ্গে রহিয়ে মেঘ ডাকে ঘোর নাদ।
প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বড় ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড় ॥
আচ্ছাদিত ধুলায় হইল চারি ভিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত ॥
চারি মেঘে জল বর্ষে অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে ঘন ঘন বাজ ॥
করিকর সমান বরিষে জল ধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা ॥
ঘনবজ্রাঘাত পড়ে মেঘ বরিষণ।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনী জৈমিনী ॥
হুড় হুড়-দুড় দুড় শুনি ঝন্ ঝন্।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভেসে যায় জলে।
নাহিক নির্জ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে ॥
সাত দিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের কার্য্য হাজিলেক ঘর ॥
মেঝ্যায় পড়িল শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকাতাল।

চণ্ডীর আদেশ পায় বীর হনূমান ॥
মুষ্ট্যাঘাতে ঘর গুলা করে খান খান।
চারি দিগে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘর গুলা করে দোলমাল।

বসন্তাগমে কোকিলকে উদ্দেশ করিয়া খুল্লনার খেদ।

কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবানিশ, উগারহ নিত্য বিষ,
বিরহি জনের পোড়ে গা।
নন্দন কাননে বাস, সুখে থাক বার মাস,
কামের প্রধান সেনাপতি ॥
কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল
বধ কৈলি অনাথা যুবতী ॥
আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাতা খা,
মদনের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর,
অনাথারে তোর দয়া নাই ॥
জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা,
কাল সাপ কালিয়া বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ ॥
আসিয়া বসন্ত কালে, বসিয়া রসাল ডালে,
প্রতি দিন দেহ বিড়ম্বনা।
হেন করি অনুমান, আইল কিবা এই স্থান,
পিকরূপী হইয়া লহনা ॥
খাও সুমধুর ফল, উগারহ হলাহল,
বৃথা বধ করহ যুবতী।

পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন,
মুকুন্দের মধুর ভারতী ॥

সদাগরের কমলে কামিনী দর্শন।

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগরয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার ॥
কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী ॥
রাজ হংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশ নখে দশচন্দ্র ভাষে।
কোকনদ অর্থ হরি, বেষ্টিত যার কবরী,
অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে ॥
অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা,
তনু রুচি ভুবনে মোহন ॥
অতি কৃশোদর তার, জিনি দুই কুচভার,
নিবিড় নিতম্বদেশে ভার।
বদন ঈষদ মিলে, কুঞ্জর উগরে গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকাশ ॥
দেখি সাধু শশিমুখি কর্ণধারে করে সাক্ষি
কর্ণধার করে নিবেদন ॥
করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিচরিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

হেদেরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি ।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষি ॥
প্রামাণিক বলেয়া গভীর বহে জল ।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভার ।
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর ॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর ।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥
হেলায়ে কমলিনী উগরে যুথনাথে ।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস ।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস ॥

স্বপ্নে মাতৃদর্শনে শ্রীমন্তের রোদন ।

কান্দেন শ্রীমন্তের সাধু জননীর মোহে ।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ॥
এখনি আছিলে মাতা শিয়রে বসিয়া ।
ক্রোধযুত হয়ে গেলে মোরে না বলিয়া ॥
দেখিনু স্বপনে যত সকলি স্বরূপ ।
আমার বিলম্বে ঘর লুট কৈল ভূপ ॥
কেন বা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মসানে ।
জলে ঝাঁপ দিয়া আজি ত্যজিব জীবনে ॥
ত্যজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর ।
অঙ্গুরী অঙ্গদ কণ্ঠমাল করে দূর ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা ।
গদ গদ ভাসে বলে কোথা গেলে মা ॥
জাগিল সুশীলা রামা স্বামীর ক্রন্দনে ।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

প্রহেলিকা।

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান।—ডিম্ব
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়,
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়;
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে দু চারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।—পক্ষী
এক বর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়,
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়;
শ্রীকবি কঙ্কণ গায় হিঁয়ালি রচিত,
বার মাস ত্রিশ দিন বান্ধেন পণ্ডিত।—কবিতা
শিরঃস্থানে নিবসে পুরের দুই সার।
ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী॥—কলম
মস্তকে ধরিয়া আনে হয়ে যত্নবান।
বিনা অপরাধে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়। [মৃত্তিকা
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায়॥—কুম্ভকারের
তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে।
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে॥
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥—অগ্নি

কাশীরাম দাস।

কবিকঙ্কণের পর কাশীরাম দাস মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বিরচিত অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের ভাষা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ভারতামৃতপানাভিলাষী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসিগণের মহোপকার করেন। তিনি কোন্ সময়ে ও কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অধুনা তাহার নিশ্চয় করা সুকঠিন। স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় কাশীরাম দাস ভাগীরথী তীরস্থিত ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিদ্ধিগ্রাম নিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের চারি পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস সর্ব্বজেষ্ঠ, দেবরাজ মধ্যম, কাশীরাম তৃতীয় ও গদাধর কনিষ্ঠ।

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গতা ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জেষ্ঠ ভ্রাতা॥

মস্তকে ধরিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
বিরচিলা কাশীদাস দেবরাজানুজ ॥”
“কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।”

কাশীদাসকৃত মহাভারত সংস্কৃত মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে। মূলের সহিত ভাষা মহাভারতের অনেক স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, পুরাণবক্তাদিগের নিকট সংস্কৃত মহাভারতের ব্যাখা শ্রবণ করিয়া ভাষা মহাভারত রচনা করেন। বিরাটপর্ব্বে এক স্থলে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,

“মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
ভেলা বান্ধি চাহি যেন সমুদ্র তরিবারে ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার ॥”

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাশীরাম দাস আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কিয়দ্দূর মাত্র লিখিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

“আদি সভা বন বিরাট কত দূর।
ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥”

কিন্তু এই জনপ্রবাদ কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

রামায়ণ ও চণ্ডীর অপেক্ষা মহাভারতের রচনা প্রণালী যে উৎকৃষ্ট, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ফলতঃ মহাভারতের রচনা যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল তেমনি প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। কাশীরাম দাস কবিত্বগুণে কবিকঙ্কণের তুল্য ছিলেন না বটে, কিন্তু যে মহাত্মা সুললিত ভাষায় ও নানাবিধ সুমধুর ছন্দে অমৃতসমান মহাভারত রচনা করিয়াছেন তিনি যে, অসামান্য কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি।

সমুদ্র মন্থনের পর সুরাসুরগণ অমৃত লইয়া বিবাদ করাতে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া আগমন।

কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পায় মধুগন্ধ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু চারু করি হাত।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কুচযুগ ভরা বুক বিল্বের প্রমাণ॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া।
সরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু প্রভা গুণশালী॥

কোটি কাম জিনি ধাম বদন পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড় অগ্রজ ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক চঞ্চু খানি।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি ॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভুরুর ভঙ্গিমা।
ভালে প্রাত দিননাথ দিতে নহে সীমা ॥
পীতবাস করে হাস স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি ॥
দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বমান।
আচম্বিতে উপনীত সভা বিদ্যমান ॥

দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ডাকিয়া সকলে ॥
"দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি, লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে সে দ্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ"
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল নন্দন।
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর।
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল ॥
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল।
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে ॥
"লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে।
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা লভে সেই বীর ॥
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইলা অস্থির।
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য, করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥

অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ইঙ্গিতে ॥
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে।
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে ॥
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে।
"কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ ॥
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন।
অর্জ্জুন বলেন "যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে ॥
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে।"
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল ॥
"কন্যাকে দেখিয়া দ্বিজ হইলে পাগল।
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ ॥
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন।
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহ কোন্ লাজে ॥
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে।
বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী দ্বিজগণ ॥
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ।
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ ॥
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন।
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে ॥
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে।"
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে কহিল ॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন।
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন ॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ ॥

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভা মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে, পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান॥
কিম্বা মনে করিয়াছে, দেখি এক বার।
পারিলে পাইব, নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত

বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে ।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে ॥
প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে ।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥
"লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি ।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি ॥"
শুনি দ্বিজগণ বলে, স্বস্তি স্বস্তি বাণী ।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হোক দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয় ।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে ।
চক্রচ্ছিদ্র পথে মৎস্য, পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য, তার মাণিক-নয়ন ।
সেই মৎস্য-চক্র বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর ।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার ।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি ।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা ।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি ।
ডাকিয়া বলিল, "রহ রহ যাজ্ঞসেনি ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥

মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয়॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোক জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল॥''
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে, করে জল নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে, কেহ বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয়॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে, তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
"অকারণে মিথ্যাদ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল রজনী দিবস নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব, দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যত বার বলিবে, বিন্ধিব তত বার॥"

এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম, হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ চক্রে, বৃত্রাসুর শক্রে, যেমত রাবণ রামে॥
কেশপাশ সারি, করে গদা করি, দুইজন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভর্ৎসন, দুই জন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথায় থাণ্ডব, আইলি মগধ দেশে।
নিকটে মরণ, এস সে কারণ, দৈবে বান্ধি আনে পাশে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন, করিয়া গর্জ্জন, বলিল কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ, আনি অদ্য যমদূত॥
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর, যেমন কদলী পাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া, দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ, শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাস বহে ঝড়, উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে করে ছাঁদি, পদে পদেবান্ধি, দুই জনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি, হৃদয়ে হৃদয়ে হানে॥
লোহিত নয়ন, লোহিত বরণ. মেহালে সকোপ দৃষ্টি।
দন্ত কড় মড়, মারিছে চাপড়, বজ্রসম কীলবৃষ্টি॥
উরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে, ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রম জল অঙ্গে, রণধূলি সঙ্গে, ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর, অন্তর হইয়া ক্ষণে।
ক্রোধে যায় কম্পে, যেন দুই ঝম্পে, দোঁহা পর দুই জনে॥

ঘোর নাদ চোট, দোঁহে বাহুস্ফোট, গর্জ্জিত গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভুবিদারে, চাপিয়া অধরে, তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে ॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে, হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন, গদাঘাতে অগ্নি উঠে ॥
কেহ নহে উন, ধরি পুনঃ পুনঃ, হৃদয়ে হৃদয়ে চাপে।
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি, পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে॥
যেন দু বারণ, বারুণী কারণ, যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দু বৃষভে, সুরভির লোভে, গোষ্ঠের ভিতর যুঝে ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

শারদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণমণ্ডল ॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
কনক কিরণ পীতবাস ॥
যুগ্মপদ্ম কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
ভুবন ভরিয়া যায় বাদ।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
পাদপদ্ম মোক্ষনিধি, যাহে জন্মে সুরনদী,
তিন লোক পবিত্র কারণ।
যাঁর পদ চিহ্ন পায়ে, অন্তরে অভয় হয়ে,
কালীয় বিহরে যথা মন ॥
বক্র বক কেশী কংস, দুষ্ট জন দর্প ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সফরী ফলিল।

স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজ রূপে স্বজিল অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজ, অগণিত অশ্ব গজ,
চতুরঙ্গ বলে যদুদলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন সেতু,
আইলেন নানা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্র প্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি,
ভ্রাতৃমন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমি লুটি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত ॥
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত ॥
পাণ্ডব নক্ষত্র মাঝ, হেরিকৃষ্ণ দ্বিজরাজ।
কার মন না হয় মোহিত।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় দুর্য্যোধনের অপমান।

নানা রত্ন বিরচিত সভা মনোহর।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু নৃপবর ॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভুবন ॥
ভাবি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখ তথা দৈবের লিখিত ॥

শকুনি সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখি যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন॥
তথা হৈতে কত দূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর॥
স্ফটিক মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল তবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে॥
উদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
করাইল নিরস্ত লোকের যত হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন কলেবর।
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী কুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল তবে সভার সকলে॥

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণে স্তুতি।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু,
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারহ লাজ,
তোমা চিনে নাহি অন্য জন॥

যে প্রভু পালিতে স্মৃষ্টি, সংসার করিতে খষ্টি,
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া, সঁপিনু আমার কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার॥
বিষদন্ত খরক্রোধে, ভুজঙ্গ দন্তির রদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণ যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা হেতু বিষম প্রমাদে॥
যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিলা গজরাজে।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ পদ্মমাঝে॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাধর মুণ্ডে॥
তাঁহার চরণে রঙ্গে, সঁপিনু আমার অঙ্গে,
রাখ প্রভু বলে কুরুদণ্ডে॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদপদ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মম গতি॥
পরশে যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্য রূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলে গোপের নারী,
রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি পুত্র গণ তাত,
পাণ্ডু বধূ রাখহ প্রমাদে॥

যাহার সৃজন সৃষ্টি, সংহারে যাহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জন, স্মরণ করিলে শুন,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ॥
নৃসিংহ বামন হরি, বিষ্ণু সুদর্শন ধারী,
মুকুন্দ মুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম, ইত্যাদি যতেক নাম,
পুনঃ ডাকে দ্রুপদ কুমারী॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্য ধর্ম্ম করিতে পালন॥
আকাশমার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায়॥
লোহিত পিঙ্গলাসিত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের সাড়ী, দুঃশাসনে ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে॥
পর্ব্বত প্রমাণ বাস, দেখি লোকে হৈল ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি হেন দেখি, সভাজন বলে ডাকি,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে লভে স্ববাঞ্ছিত কাম॥

নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ডদায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায়॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
অবহেলে যেই জন শুনে।
দুরন্ত সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস বিরচনে॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা।

দ্বৈতবনে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
এক দিন বসি কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিলা দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছু মাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গঠিল।
তিলমাত্র তেঁই মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তূরী চন্দনে সদা লিপ্ত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত এবে তপস্বীর বেশে॥

লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভুঞ্জে ।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে ॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান ।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান ॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল ।
হেঁটমুখ সদা থাকে ভীম মহাবল ॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ ।
সহনে না যায় মম কাটিতেছে বুক ॥
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে ।
ক্ষণমাত্র সংহারিতে পারে কুরুগণে ॥
সকল ত্যজিলা রাজা তোমার কারণ ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন ॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান ।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর ।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর ॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে ।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে ॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ ।
ইহা দেখি তব রাজা নাহি জন্মে দুঃখ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী ।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায় ।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন ।
তোমাতে না দেখি রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে ।
হীনজন বলে রাজা তাহারে প্রহারে ॥

এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিলা প্রহ্লাদ ॥
করযোড় করি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ এ উভয়ে ভাল কারে কহে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিলা শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি ॥
সদা ক্ষমা না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখ নাহি অন্ত ॥
দ্রোপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
উত্তর করিলা তার ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি ॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে ॥
আছুক অন্যের কার্য্য হয় আত্ম বৈরি।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্ব লোক পূজে ॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন ॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে ॥
দেখাইবে সময়েতে তেজঃ সমুচিত।
ক্রোধ মহা পাপ না করিবে কদাচিত ॥
কৃষ্ণা বলে এই খেদ হয় মম মনে।
তোমাকে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে ॥

তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ।।
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কনক পাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে ।।
দ্বিজেরে সুবর্ণ পাত্র দেহ আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে ।।
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব।
আর সর্ব্ব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব ।।
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলা তুমি কপট পাশায় ।।
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ।।
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবা কেমনে।
রাজ্য হীন ধনহীন বসতি কাননে ॥
ধিক্ বিধাতারে যেই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম ।।
তাহারে নিযুক্ত কৈল পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা ।।
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সর্ব্ব ঈশ্বরের ঠাঁই ।।
কর্ম্ম করি যেইজন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ।।
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে ।।

দেখ এ সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায় ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে ॥
ধর্ম্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে ॥
এই সর্ব্ব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম হয় তার পায় পশুযোনি ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য কিন্তু ত্যজিবারে নারি ॥
রাজ্য লোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন ॥
রাজ্যধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের কথায় নহে শতাংশে সমান ॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয় ॥
অন্তকালে তাহার নরকে হয় গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি ॥

অজ্ঞাতবাসাবসানে যুধিষ্ঠিরের রাজবেশ ধারণ।

আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া ভূষণ ॥
বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী ॥
ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥

বামভাগে বসিলা দ্রুপদ রাজসুতা ।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরি দণ্ডছাতা ॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয় ।
চামর ঢুলান দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল ।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাজারে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে ।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ ধায় দুই রাজার নন্দন ।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল জনে জন ॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন ।
পঞ্চ সখ্য ইন্দ্র যেন হইল শোভন ॥
জ্বলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া ।
মুহূর্ত্তেক রহিলেন স্তম্ভিত হইয়া ॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতি বাক্য বলে ॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর ।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর ॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার ।
কিমতে বসিলা তুমি আসনে আমার ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে ।
কোন জ্ঞানে বসিলা আমার রাজপাটে ॥
প্রথমে বলিলা তুমি আমি ব্রহ্মচারী ।
ভূমিতে শয়ন করি ফল মূলাহারী ॥
কোন দ্রব্যে আমার না হয় অভিলাষ ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলা প্রকাশ ॥

অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ ।।
না বুঝিয়া বসিলি অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর ।।
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে ।।
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বৈসে রাজ সভামাঝ ।।
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি ।।
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ডছাতা ।।
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায় ।।
রে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ।।
এখন কঙ্কের সঙ্গে একি ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার ।।
বচনেতে বাপের উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ।।
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন।
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ বচন ।।
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত ।।
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ।।
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরুহৈতে যে দিন গোধন কৈলি ত্রাণ ।।

আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কে তব ভক্তি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের কি শক্তি॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট করিল কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে॥
যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইঁহার যোগ্য হয়॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুটি যে আসনে করে প্রণিপাত॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেই জন।
কি মতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ থাটে আপনি শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দশ কোটি হস্তী যার প্রতিদ্বারে থাকে।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব নরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগে রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুলকুমার॥

পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমায় আসন যোগ্য হয় কি ইঁহার ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন বল আর বার ॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারি।
কোথায় ইঁহার আর সহোদর চারি ॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা ইনি ধর্ম্ম যদি ॥
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভবিখ্যাতি ॥
যাহার প্রতাপে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত ॥
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক ॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুইজন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন ॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারুভাষিণী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী ॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কত দূরে।
পুনঃ পুনঃ উঠি পড়ি ধূলায় ধুসরে ॥
সবিনয় বলিলেন যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ॥
নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নীতি বাক্য।

যার যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিলে ব্যর্থ হবে বেদের বচন॥
লোক, বেদ, হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ বটে জানি।
সব হৈতে শ্রেষ্ঠা হয় গণিতা জননী॥
সাধুজন কর্ম্মে কভু দ্বন্দ্ব না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সে হয় অধম॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্ম চ্যুতি নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যে মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ॥
জলার্থীরে জল দিবে, ক্ষুধিতে ওদন।
নিদ্রার্থীরে শয্যা, আর শ্রান্তকে আসন॥
অতিথি আইলে ঘরে করিবে যতন।
কতদূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

সুপ্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে, আনুমাণিক ১৬৪৪ বা ১৬৪৫ শকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন ছিল। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কলিকাতাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে মহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রভু অতিশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, তিনি রামপ্রসাদের কবিত্বগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহারে সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবিতা রচনা ও ঈশ্বর আরাধনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহারে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের অধিপতি সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মধ্যে মধ্যে বায়ুসেবনার্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনি রামপ্রসাদের শক্তি

পরায়ণতা ও কবিত্ব গুণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া "কবি-রঞ্জন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক রাজারে সমর্পণ করেন। মহারাজ রামপ্রসাদকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীত শ্রবণে ও তাঁহার সহিত সদালাপে কালহরণ করিতেন। তৎকালে কুমারহট্টে আজু গোসাঁই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, সকলে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কিন্তু কবিতা রচনায় তাঁহার যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহাতে তাঁহাকে পাগল বলিতে ইচ্ছা হয় না। কথিত আছে, রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই আজুগোসাঁই তাহার একটী উত্তর দিতেন। কৌতুকপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয়ের বিবাদ দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনের এক স্থানে লিখিয়াছেন,

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপ বধু বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনি যার বেণু॥

আজুগোসাঁই ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন।

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে॥

বাস্তবিকও যদি স্ত্রীলোকের গোচারণ প্রথা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে পুত্রবৎসলা যশোদা, কৃষ্ণকে গোষ্ঠে প্রেরণ না করিয়া আপনিই গোচরণ ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাহার সন্দেহ কি। গোস্বামী যে এক জন অসাধারণ ভাবুক ছিলেন তৎপ্রণীত এই পদটিই তাহার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কবিরঞ্জনের স্বর তাদৃশ সুমধুর ছিল না, পরন্তু স্বরচিত পদাবলী গানে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে দেবদ্বেষী দুরাত্মা নবাব সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃকরণও দ্রবীভূত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বামাচারী ছিলেন এবং উপাসনার

অঙ্গ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান করি-
তেন। অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা
করিত কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হই-
তেন না। তাঁহার অদ্ভুত কবিশক্তি ও অসাধারণ
শক্তিভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে দেবীর বরপুত্র
বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা কালীপূজার
বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরধুনী
তীরে গমন করেন এবং এক গলা গঙ্গাজলে
দাঁড়াইয়া কালীবিষয়ক পদ গান করিতে করিতে
মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন
নামধেয় একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।
তদ্ব্যতীত তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে
অপর দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন।
এতদ্ভিন্ন বিস্তর পদাবলী রচনা করিয়া যান।
অনেকে বলেন তিনি এক লক্ষ গীত রচনা
করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা
আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা। কৃষ্ণকীর্ত্তন
নামক গ্রন্থখানি এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

কালীকীর্ত্তনের রচনা অতিশয় মধুর এবং উৎকৃষ্ট ভাব সমূহে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যা-সুন্দর বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রধান কাব্য। ইহাতে তোটক প্রভৃতি নানাবিধ নূতন ছন্দ সন্নি-বেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার রচনা স্থানে স্থানে কর্কশ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়। এই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরকেই আদর্শ করিয়া ভারত-চন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন।

এ কথা কহিল যদি কন্যা মনোহরা।
মহী-পতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে, কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যা ভয় বাছা নাহি এক টুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে॥
দশমাস গর্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই।
পায়াছিলে কত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এত কাল নিত্য চিত্ত সুখে।
এখন ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদা যাবে এত দূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥

বিদ্যা বলে, মাগো তুমি যা কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র, কার কন্যা, কার মাতা পিতা।
সর্ব্বমিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র দুহিতা॥
বিষম যাহার মায়া সংসার ব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিল তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়।
সুখ দুঃখ হীন তনু জ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান।
ফের ফের বলে মুনি পাছে পাছে যান॥
কত দূরে নারীচয় করে জল ক্রীড়া।
নগ্ন তারা, শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কাল গৌণে তথা উপস্থিত ব্যাস মুনি।
সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সিমন্তিনী।
হাসিয়া কহেন মুনি, এই কোন্ কর্ম্ম॥
বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া।
লজ্জা না পাইলে মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয়ে কহে তারা শুনহ গোঁসাই।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জা ভয়॥
সুত স্নেহে মুনি তুমি চলেছ পশ্চাত।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥

লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তি মার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তি মার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যা পুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
"তুভ্যমহং সম্প্রদদে" কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পর পুত্র, জননী গো হয় হর্ত্তা কর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে, চন্দ্রাননে তুমি রমা সমা।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণে নাহি সীমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্র নীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা, মন কর দড়।
শোকে সর্ব্ব ধর্ম্মলোপ, শোকে পাপ বড়॥
সজল নয়নে কহে যত সহচরী।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরী॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদ মুখ তুলে চাও॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষ বদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যাতন॥

কালী কীর্ত্তন।

গিরিবর! আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগণে উদয় শশি,
উমা বলে ধরে দে উহারে ॥
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে,
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে ॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভুষণ ফেলিয়ে মোরে মারে।
উঠে বোসে গিরিবর করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশি,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে।

লব কুশ শরে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত শ্রীরামচন্দ্রে দেখিয়া সীতার বিলাপ।

মোরে বিধি বাম গুণনিধি রাম
  কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
  হাহাকার রব করিয়ে হে।
সীতার লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
  কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিত.
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিত,
কমল নয়নে চাহনা চকিত,
বিদরে পরাণো কর না স্থগিত,
  প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে।
ধূলায় ধূষর এ হেন শরীর,
দুকূল আকুল হোয়েছে কটির,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিছে তিমির,
  আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,

নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়া হে।
যখন ছিলাম জনক বাসেতে,
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা! কোথা গেলে চলিয়ে হে॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ! নাথ! কি হোল আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়া হে॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে।
রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানুকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

পদাবলী।

আমায় দেওমা তহবিলদারী,
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী,
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লোটে ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরারী॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্মা রাখ তারি,
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়গির তবু শিবের মাইনে ভারি,
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমিহারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে তোমা পেতে পারি,
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লোয়ে আমি মরি,
ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লয়ে বিপদ সারি।

মন তোয় কৃষিকাজ এসেনা।
এমন মানব জনম রইল পড়ে আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামের দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে শক্ত বেড়া মুক্ত কেশী তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে জাননা।
এখন আপন ভেবে যতন করে চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরু রোপন করেছেন বীজ তায় ভক্তি বারি সেঁচা দেনা
ওরেএকলা যদি না সেঁচতে পারিস রামপ্রসাদকে সঙ্গেনেনা"॥

কাজ হারালাম কালের বশে। মন মজিল মিছে রঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে॥

যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে।
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মোলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥

বল দেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্যকোরে সব খোয়ালে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে॥

নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে নেয়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায় সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দেমা ফিরে চেয়ে॥
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো॥

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে তেমনি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি।
মাগ ওমা ফাঁকির উপরে ফাঁকি ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই তোমারে সাধিতাম নাই।
মাগো ওমা দিয়ে আশা কাটলে পাশা তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড় দক্ষিণার জোর বড়
মাগো ওমা আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হয়েছে॥

ভারতচন্দ্র।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়াগ্রামে ১৬৩৪ শকে কবিবর ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণের চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ভারত সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিয়া তাজপুর গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্যাকরণ অভিধানাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। পরন্তু ভ্রাতৃগণের সহিত অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং হুগলির সন্নিহিত দেবানন্দপুর নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের আশ্রয়ে অবস্থান করত পারসী পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি দুই খানি সত্যনারায়নের পুঁথি রচনা

করেন। কথিত আছে, মুন্সী মহাশয়ের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়নের কথার সময়ে সকলে তাঁহাকে পাঠকতা করিতে বলেন। ভারতচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া অমনি তখনি স্বয়ং এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং উপস্থিত সভায় সেই খানি পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। এতাদৃশ অল্প বয়সে ঈদৃশ রচনা সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নহে। ফলতঃ উত্তর কালে তিনি যে অত্যুন্নত পদে অধিরোহণ করিবেন ঐ দিবসেই তাহার প্রথম নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সত্যনারায়ণের কথা হইতে কবির পরিচয়সূচক কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংশ ভূরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখটীখ্যাত দ্বিজ পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দ পুরনাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশগায়
হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥

অনন্তর বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পারসীতে কৃতবিদ্য হইয়া পিত্রালয়ে প্রতিগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্দ্ধমানের রাজ দরবারে স্বীয় বিষয় সম্বন্ধে মোক্তারি করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তথাকার রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হইলেন। পরে রক্ষিদিগের কৃপায় নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া কটকে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন ছিল। ভারতচন্দ্র শিবভট্ট নামা তত্রত্য দয়াশীল সুবেদারের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে বাস করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে সুবেদার সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ভারতচন্দ্র তদীয় অনুগ্রহে পরম সুখে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৈষ্ণবগণ সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া আপনিও একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎ কাল এই রূপে অতিবাহন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জনৈক আত্মীয়ের প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার সংসার

ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন শারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া বিষয়কর্ম্মের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ফরাসীগবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে তাঁহারে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজাও আগ্রহাতিশয় সহকারে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহারে আপনার সভাসদ করিলেন। ভারত-চন্দ্র সুললিত কবিতা সকল রচনা করিয়া রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁহারে গুণাকর উপাধি দিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ এক খানি অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে বিখ্যাত অন্নদামঙ্গল মহাকাব্যের সৃষ্টি হইল। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন বিরচিত বিদ্যাসুন্দর প্রাপ্ত হইয়া ভারতচন্দ্রকে তদনুরূপ আর একখানি কাব্য প্রণয়ণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বর্দ্ধমানের রাজ-

পরিবারের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল এবং ভারতচন্দ্রের হৃদয়েও বর্দ্ধমানের কারাবাসাদি ক্লেশ জনিত দারুণ রোষানল প্রজ্বলিত ছিল। সুতরাং তিনি মহোল্লাস সহকারে বর্দ্ধমান রাজবংশের গ্লানি সূচক ইতিহাস লইয়া বিদ্যাসুন্দর মহাকাব্য রচনা করিয়া কৌশলক্রমে উহা অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তৎপরে মানসিংহ, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক এবং অন্যান্য কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। অনন্তর মহারাজ মুলাযোড় গ্রামে তাঁহার নিমিত্ত যে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন তথায় জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়া ১৬৮২ শালে ৪৮ বৎসর বয়ক্রম কালে পরলোক গমন করেন।

অনেকেই বলেন ভারতচন্দ্র বাঙ্গাভাষার সর্ব্ব-প্রধান কবি। কিন্তু যাঁহারা কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথা কখনই স্বীকার করিবেন না। ভারতচন্দ্রের যেরূপ রচনা শক্তি ছিল, আক্ষেপের বিষয়, তাদৃশ কল্পনা শক্তি ছিল না। তিনি চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গল প্রণয়ণ করেন। কবিকঙ্কণের ন্যায়

ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যের প্রারম্ভে গণেশাদি দেবতা-দিগের বন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর জন্ম ও বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট নায়ক নায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ শব্দশ্লেষ সহকারে ভগ-বতীর আত্মপরিচয় প্রদান ইত্যাদি বিষয় সকল চণ্ডীকাব্যের অণুকরণমাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যও তাহার স্বকপোল কল্পিত নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কবিরঞ্জন বিদ্যা-সুন্দরকে আদর্শ করিয়া তিনি স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রণয়ণ করেন। কথিত আছে, বররুচি সংস্কৃত ভাষায় এক খানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া যান। সংস্কৃত ভাষায় বররুচি বিরচিত বিদ্যাসুন্দর নামে এক খানি কাব্য আছে কিন্তু বররুচি তাহার প্রণয়ণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। সুপ্রসিদ্ধ চোর পঞ্চাশৎ নামক ৫০টী শ্লোকও চোরবিহ্লন নামক এক জন প্রাচীন কবির বিরচিত। মালিনীর বেসাতির হিসাব, সুপুরুষ দর্শনে কামিনী-দিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, মশানে পিশাচ সেনার

সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট রাজকন্যার বারমাস বর্ণন, ঝড় বৃষ্টি দ্বারা দেশ বিপ্লাবন ইত্যাদি বিষয় গুলি যে চণ্ডীকাব্য দৃষ্টে বিরচিত হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুলেখক বঙ্গভূমিতে আর কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাঁহার রচনা যেরূপ সরল, মধুর ও ললিত সেরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না। তৎপ্রণীত সুললিত ভাষাগীত শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে। আদিরস বর্ণনায় তিনি অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে এরূপ অশ্লীল হইয়াছে যে বিরলে বসিয়া পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। বিরাম ও মিত্রাক্ষর বিষয়েও তাঁহার কবিতাবলী অন্যান্য কাব্যনিচয় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, কবিত্ব, ছন্দোবন্ধ মিত্রাক্ষর ও প্রসাদগুণের একত্র সমাবেশ বশতঃ যার পর নাই মনোহর হইয়াছে।

গান।

জয় দেবী জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি সুখাতরে॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারতভীতিহরে॥

দক্ষের শিবনিন্দা ও সতীর দেহত্যাগ।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ, বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন, না হয় ঘটন, জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য কয়, চাসি কেন নয়, নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা, নাগের পৈতে গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়, না করে অতিথিসেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার, সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে, কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী, এ কি মহাপাপ হর॥

সতী ঝি আমার, বিদ্যুত আকার, বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন, পরম ভাজন, ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতি, কি দেখি দুর্গতি, অন্ন বিনা হৈলা কালী।
তোমার কপাল, পর বাঘছাল, আমার রহিল গালি॥
শিব নিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি, দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া, চলিলা উঠিয়া, শ্রবণে কর আচ্ছাদি।
তবু পাপ দক্ষ, নিন্দি কত লক্ষ,, সতী সম্বোধিয়া কহে॥
তার মৃত্যু নাই, তোর নাহি ঠাঁই, আমার মরণ নহে।
মোর কন্যা হয়ে, প্রেত সঙ্গে রয়ে, ছি ছি এ কি দশা তোর।
আমি মহারাজ, তোর এই সাজ, মাথা খেতে এলি মোর॥
বিধবা যখন, হইবি তখন, অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে, নারিব রাখিতে, তার মুখ না দেখিব॥
শিবনিন্দা শুনি, মহাদুখ গুণি, কহিতে লাগিল সতী।
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর, কেন বাপা হেন মতি॥
যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে, কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু, তেজিব এ তনু, তবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি ভয়, মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল, যজ্ঞ যাবে তল, তোর রক্ষা আর নাই।
যে মুখে পামর, নিন্দিলি শঙ্কর, সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া, উত্তরিলা হিমাচল॥
হিমগিরি পতি, ভাগ্যবান অতি, মেনকা তাহার জায়া।
পূর্ব্ব তপ বরে, তাহার উদরে, জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে, নন্দী মহারাগে, সত্বরে গেলা কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে, নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর, বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ, করিলা গমন, করিতে দক্ষ দমন॥

শিবের দক্ষালয় যাত্রা ।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ।
ভভম্ভম ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা ।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে ।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে ।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহা শব্দ গালে ॥
দলম্বল্ দলম্বল্ গলে মুণ্ডমালা ।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা ॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে ।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে ।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা ।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী ।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে ।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে ॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে ।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে ।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

দক্ষযজ্ঞনাশ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জম্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥
রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি খর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাখি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হূপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খুস খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥

অগ্নি জালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥
হাসাতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পুরি পুরি মুতিছে।
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পূতিছে ॥
রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে ॥
মৌন তুণ্ড হেট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥
মৈল দক্ষ ভুত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

রতিবিলাপ।

পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারি তুমি পতি,
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল,
পিরীতির এ নহে বিধান ॥
যথা তথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥

না দেখিব সে বদন,　　না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥
আহা আহা হরি হরি,　　উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান,　　করিতে কতেক মান,
এখন দেখিতে আর নাই ॥
শিব শিব শিব নাম,　　সবে বলে শিবধাম,
বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে,　　তার দৃষ্টে প্রভু মরে,
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপাল রয়ে,　　প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে,　　আরের কপাল দহে,
আগুণের কপালে আগুন ॥
অনলে শরীর ঢালি,　　তথাপি রহিল গালি,
মদন মরিলে রৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার,　　উপায় না দেখি আর,
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ,　　কোন পথে পতি যান,
আগে যারে পথ দেখাইয়া
চরণ রাজীবরাজে,　　মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥
অরে রে মলয়বাত,　　তোরে হৌক বজ্রাঘাত,
মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও,　　বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও,
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥

কোথা গেলা সুররাজ, মোর মুণ্ডে হানি বাজ,
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম ।
অগ্নি কুণ্ড দেহ জ্বালি, আমি তাহে দেহ ঢালি,
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥
বিরহে সন্তাপ যত, অনলে কিতাপ তত,
কত তাপ তপনের তাপে ।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়,
এই ফল বিরহীর শাপে ॥

কৈলাসবর্ণন ।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর কোটি শশী পরকাশ ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অপ্সর গণের বাস ॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর দুই পক্ষ সাত বার ।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ সুখ দুঃখ একাকার ॥
তরু নানাজাতি লতা নানাভাতি ফলে ফুলে বিকসিত ।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে সিংহ সিংহনাদ করে ।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দুল রাখাল কেশরী হস্তীরাখালে ।
ময়ুর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা কেহ না হিংসয়ে কারে ।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক সার অসার ভংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম শত্রু মিত্র সমতুল ।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর কল্পতরু সারি সারি ।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তি মেলা নানা রসে খেলা দিগম্বরী দিগম্বর ।
বিহার যে সব সে সব কি কব বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥

নন্দী দ্বারপাল ভৈরব বেতাল কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্ম দৈত্য রক্ষ গণিতে কার শকতি॥
এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন দয়া কর কাশীবাসি॥

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে॥
এ বড় বিষম ধন্দ, যত করি ছন্দ বন্দ,
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়,
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই সাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে॥
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে॥
শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাগছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা লাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি॥

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর ॥
আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামির সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাকছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীর কন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। ধুয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥
আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই,
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি, অন্ন চাহে ভূমে লুটি,
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥
বিষ পানে নাহি ভয়, কথা কৈতে ভয় হয়,
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া, হেন ঘরে দিল বিয়া,
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে ॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ॥

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া পশু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।
তাঁহার ইন্দুর করে কাটুর কুটুর॥

ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

ভবানীর কটু ভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে,
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেটমুখে পঞ্চানন, নন্দিরে ডাকিয়া কন,
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড় মাল, ডমরু বাঘের ছাল,
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি, প্রথম সকল গুলি,
যত গুলি ধুতূরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া, লহ রে ঘোটনা কুঁড়া,
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যে পাই খাব,
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জিয়ন্তে মরা,
তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধ কাল আপনার, নাহি জানি রোজগার,
চাসবাস বাণিজ্যব্যাপার।

সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়,
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥
যত আমি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই,
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া ।
এত বলি দিগম্বর, আরোহিয়া বৃষবর,
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥
শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
কি করিব একা ঘরে রয়ে ।
বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই,
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে ॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিনী কেন,
নাহি ঘরে সদা খাই খাই ।
কি করে গৃহিণীপনে, খন খন ঝন ঝনে,
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই ॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস,
রাজ সেবা কত খচমচ ।
গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ ॥
হইয়া বিরসমন, লয়ে গুহ গজানন,
হিমালয়ে চলিলা অভয়া ।
ভারত বিনয়ে কয়, এমন উচিত নয়,
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥

শিবনামাবলী ।

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর ।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক মহত্তর ॥

জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর
জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক
খলান্ধকান্তক হৃতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব কুবের বান্ধব
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর।
জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত কলেবর॥
জয় কপালধারক কপালমালক
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
শিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥
জয় কুঠার মণ্ডিত কুরঙ্গরঙ্গিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
বিলোকনোদয় চরাচর
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত
উমেশ পর্ব্বতসুতাবর॥

হরিনামাবলী।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব ঘাতন
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন রঞ্জন॥

জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক পূতনাবক নাশন॥
জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবদুর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয় নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন॥

কাশীতে শাপ।

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে।
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষে কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ তিনি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ ॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার ॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥

পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুঠায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়ে ছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥

যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥

আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুমদার॥
অন্নপূর্ণাপূজা হৈল কত কব আর।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর॥

মালিনীর বেসাতি হিসাব।

বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হবে প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু তুকাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ॥
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যার ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারাহাট ফিরা।
যে টি কর সে টি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
চাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক॥

দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ী॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

বিদ্যার রূপবর্ণন।

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥

পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়িছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরি মধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥
বসন ভুষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বরে ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥

দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত॥
ইথে বুঝি রূপসম নিরূপমা গুণে।
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥
বৎসর পনর যোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥
চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়।
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়॥
জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালি গাজে।
দেই লম্প ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান ভারে॥
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে॥
করে ধূম অতিজুম নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতকড়ী পায় দড়ী মারে ছড়ী বেত্রে॥
নঠশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মূক কাঁপে বুক লাগে হুক আঁতে॥
কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তরবার যমধার দাপে॥
কোতোয়াল বলে কাল রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর হৈল ভোর দিব চোর ভূপে॥

সব দল মহাবল খল খল হাসে।
গেল দুখ হৈল্প সুখ শতমুখ ভাষে ॥
সুন্দরের শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায় এ কি দায় মোরে ॥
মরি মেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ ॥
কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষমনে কত জনে মারে ॥
হরি হরি মরি মরি কি বা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া ॥
রাজা কালি দিবে গালি চূণ কালি গালে।
কিবা সেই মাথা মেই কিবা দেই শালে ॥
দরবার সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে ॥
যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায় ॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা ॥
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে ॥
দিক দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদকাম বদনাম শেষে ॥
ছাড়ি বাপ করি পাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিমরিষ পেলে বিষ খাই ॥
এই মত শত শত ভাবে কত তাপ।
নত শির যেন ধীর হড়পীর সাপ ॥
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ ॥

বিদ্যার আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী,
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলে ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বানে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিন কত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥
রমণীর রমণ পরাণ তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক ধিক তাহার পরাণ ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে।
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে ॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায় দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কাণা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে আনুমানিক ১২২২ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পঠদ্দশাতেই বঙ্গভাষায় বাসবদত্তা ও রসতরঙ্গিনী নামে দুই খানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় মাসিক ১৫ টাকা মাত্র বেতনে একটী পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে ২৫ টাকা বেতনে বারাসত ট্রেবর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের দেশীয় ভাষার অধ্যাপকের আসন প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস সিবিলিয়ান গণকে শিক্ষা প্রদান করেন। পরে কৃষ্ণনগরে কালেজ সংস্থাপিত হইলে তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতের পদে সমাসীন হন। কিয়দ্দিন পরে তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সংস্কৃত কালেজের

সাহিত্যাধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গভাষায় বালকদিগের প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া ক্রমান্বয়ে তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রচার করেন। অনন্তর ১২৫৬ সালে মাসিক ১৫০, টাকা বেতনে তিনি জেলা মুর্শীদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া বহরমপুর গমন করেন। এবং অবশেষে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত জেলার অন্তঃপাতী জেমুয়াকান্দী নামক স্থানে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রযত্নে এই অঞ্চলে নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে কান্দী হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত যে একটী প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হয় তাহা অদ্যাপি 'মদনতর্কালঙ্কারের শড়ক' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ১২৬৪ সালের ফাল্গুন মাসের সপ্তবিংশ দিবসে তর্কালঙ্কার পরলোক গমন করেন।

মদনমোহন সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রসতরঙ্গিণী ও একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাসবদত্তা প্রণয়ন করেন। রসতরঙ্গিণী কতকগুলি আদিরস ঘটিত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার ভাষা অনুবাদ মাত্র।

ইহার রচনা ললিত ও মধুর এবং এমন কি, স্থানে স্থানে মূল হইতেও বোধ হয় উৎকৃষ্ট ; কিন্তু বর্ণিত বিষয় গুলি যার পর নাই অশ্লীল। বাসবদত্তার আখ্যায়িকাটী কবির স্বকপোল কল্পিত নহে ; ভুবন বিশ্রুত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নময়ী সভার অন্যতম রত্ন বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু সংস্কৃত ভাষায় বাসবদত্তা নামে যে সুললিত কাব্য রচনা করেন তর্কালঙ্কার কবি তদীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত ভাষা কাব্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী অতি চমৎকার ও অনুপ্রাসচ্ছটা যার পর নাই মনোহর, এবং বাঙ্গালা কাব্য নিচয়ের মধ্যে কেবল মদনমোহন কৃত এই বাসবদত্তা কাব্য. দ্রুতগতি গজগতি, পজ্ঝটিকা, অনুষ্টুপ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দোময়ী কবিতাবলীতে বিভুষিত। পরন্তু ইহার যেরূপ কয়েকটী বিশেষ গুণ আছে তদ্রূপ কয়েকটী বিশেষ দোষও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচনা যেরূপ মধুর, সকল স্থলে ভাব সেরূপ প্রগাঢ় নহে এবং ইহাতে অনুপ্রাসাদির যেরূপ বাহুল্য লক্ষিত হয় তদনুরূপ প্রসাদগুণ দৃষ্ট হয় না। আবার আদিরস বিষয়ক বর্ণনাগুলি ভুরি ভুরি স্থলে সাতিশয়

অশ্লীল। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত কাব্য জনসমাজে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই। কবি স্বয়ংও এবিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ফলতঃ তিনি পূর্ণবয়সে যৌবনকালবিরচিত এই উভয় গ্রন্থেরই উপর যার পর নাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত শিশুশিক্ষা তিন খানি অতিশয় প্রশংসনীয়। তৃতীয় ভাগেরশেষে 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' ইত্যাদি প্রভাত বর্ণন বিষয়ক যে কয়েকটী কবিতা আছে তাহার তুল্য প্রসাদগুণ সমলঙ্কৃত কবিতা বঙ্গভাষায় অতি বিরল। ফলতঃ তর্কালঙ্কারের অসামান্য রচনা শক্তি ছিল একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে জয়দেব যে রূপ আশ্চর্য্য রচনা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গভাষায় মদনমোহন স্থলে স্থলে প্রায় তদ্রূপ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যেরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুরূপ কিছুই লিখিয়া যান নাই।

নিম্নে বাসবদত্তা হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

বিষ্ণুসন্নিধানে প্রার্থনা।

ওহে নারায়ণ তব চরণ যুগলে।
কোটি কোটি শত কোটি নতি কুতূহলে ॥
যে পদ কমল সেবা করেন কমলা।
তাহার মহিমা ওহে কার সাধ্য বলা ॥
যাহাতে উদ্ভবা গঙ্গা ত্রিলোক তারিণী।
ত্রিপুরারি ত্রিলোচন শিব বিহারিণী ॥
যে পদ পঙ্কজ রজঃ কণা মাত্র পেয়ে।
পাষাণ মানবী হয়, পাপে মুক্ত হয়ে ॥
থাকুক সকল অঙ্গ, কেবল চরণে।
মরি কত গুণ কেবা পারে নির্ব্বাচনে ॥
ওহে কি কহিব তব নামের মহিমা।
কোটি কোটি কল্প বলে নাহি হয় সীমা ॥
এক বার হরি নামে এত পাপ হরে।
পাপী লোকে তত পাপ করিতে না পারে ॥
অচিন্ত্য তোমার গুণ ওহে চিন্তা মণি।
বলিতে সকল বুঝি না পারেন ফণি ॥
তবে এই দীন জন কি বলিতে পারে।
বামন হইয়া হাত দিবে নিশাকরে ॥
পতিত তারণ কর্ম্ম যদি হে তোমার।
এদীন তারিতে তবে কেন হয় ভার ॥
তুমি না তারিবে যদি পতিত পাবন।
আমার কি হবে প্রভু, তোমারি গঞ্জন ॥
দীননাথ কৃপাময় আছে যদি নাম।
না করিয়া কৃপা তবে কেন হবে বাম ॥
আমি না ছাড়িব প্রভু তোমার চরণ।
মদন কহিছে ইথে আছে প্রাণ পণ।

বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত।

সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতি বেলা।
সিতপক্ষ শশিসম বাড়ে প্রতি কলা॥
পাষাণের রেখা সম, সম চিরদিন।
নিধন হইলে তবু নাহি ভাবে ভিন॥
ইহার দৃষ্টান্ত নীর ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয় এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর॥
জ্বাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে, ঝাঁপ দিতে সেই দাহে॥
এই মত সজ্জনেরা মরণ অবসরে।
যথা সাধ্য অপরের উপকার করে॥

খলের চরিত্র।

খলের চরিত্র কিছু এমনি বিচিত্র।
কে জানিতে পারে তার কেবা শত্রু মিত্র॥
দেখা হৈলে দূর হৈতে করয়ে সম্ভাষ।
কাছে আসি বসি কহে মৃদু মৃদু ভাষ॥
কিন্তু কুটিলতা তার প্রতি পায় পায়।
অনন্ত খলের অন্ত কেবা অন্ত পায়॥
পরদোষ দরশনে সহস্র নয়ন।
শুনিতে পরের নিন্দা অযুত শ্রবণ॥
রচিতে পরের নিন্দা সহস্র রসনা।
শত মুখ হয় হেন করয়ে বাসনা॥
দেখিতে স্বদোষ আর সজ্জনের গুণ।
অন্ধ হয় সে দুর্ম্মতি এমনি নিগুণ॥

বিন্ধ্যগিরি বর্ণন।

যুবরাজ চলে, অগ্রে বিন্ধ্যাচলে, করে দূরে দরশন।
দেখে পুলকিত, হয় সচকিত, আনন্দে প্রফুল্ল মন॥
ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড, করিবারে খণ্ড, করিতে মার্ত্তণ্ডরোধ।
দেখিতে প্রখর, সহস্র শিখর, ধরেছিল করি ক্রোধ॥
দেখি সুরগণে, পরমাদ গণে, সকলে মন্ত্রণা করে।
পড়িয়া সঙ্কটে, অগস্ত্য নিকটে, নিবেদন করে পরে॥
করিয়া বিরোধ, চন্দ্র সূর্য্য রোধ, করিয়াছে বিন্ধ্যগিরি।
সদা অন্ধকার, নাহি জ্ঞান কার, একি দিবা বিভাবরী॥
দেবের দুর্গতি, দেখে শীঘ্র গতি, অগস্ত্য তথায় যান।
গিরি পেয়ে গুরু, যত্ন করে গুরু, নতি করে গুরু পায়॥
মুনি ছলে বলে, থাক ইহা বলে, কুতূহলে গেল চলে।
বিন্ধ্য শুদ্ধমতি, গুরু অনুমতি তদবধি প্রতিপালে॥
দেখিল অমনি, স্থানে স্থানে মণি, দিনমণি যেন জ্বলে।
শাখা শাখামৃগ, বাস খগ মৃগ, তুরগে উরগ চলে॥
করে বীণা ধরি, কত বিদ্যাধরি, করিছে মধুর গান।
হৈল হৃষ্টচিত, মণিতে খচিত, নিরখিয়া নানা স্থান॥
হীরক পাথর, শোভে থরেথর, শিখরের আগে ভাগে।
করিয়া নিনদ, কত নদী নদ, পড়ে অদ্রি নিম্নভাগে॥
ঢাকিয়া অম্বরে, গম্ভীরে সম্বরে, শতেক শম্বর কুল।
হরি করে করি, শত শত করি, মারি করিতেছে ভুল॥
বানর ভল্লুক, গণ্ডার উল্লুক, কাছে কত পালে পালে।
গোমুখ গবয়, সবে সমবয়, সুহৃদতা ভাব পালে।
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, দেখিলে আপদ, আপাতত উপজয়।
মনুষ্যাদি গেলে, উবু উবু মেলে, নাহিক কোন সংশয়॥
সমূক কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ, ভ্রমে অন্য অঙ্গমেতে।
উষ্ট্র লোষ্ট্র খর, তাজি বাজি ধর, ভ্রমে নিজ বিক্রমেতে।

যবের সোসর, হাতে ধনুঃশর, যতেক শবরগণ।
দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ব্যাকুল, ব্যগ্র অগ্রে ছাড়ে বন॥
দেখিয়া শবরে, কেহ বা বিবরে, ডরে করে পলায়ন।
কেহ করি শ্রয়, লইছে আশ্রয়, কুচ্ছুয়ে গহন বন॥
অঙ্গে ঝরে ঝরে, কত রক্ত ঝরে, যেন ঝোরা ঝরে তায়।
কেহ মূর্চ্ছাগত, কার শ্বাসগত, কাহারো জীবন যায়॥
দেখিয়া সকল, মহাকলকল, বিকল কন্দর্পকেতু।
উঠে কত দূর, হিয়ে দুর দুর, কাঁপয়ে ভয়ের হেতু॥
নামিয়া কুহরে, শরীর সিহরে, হেরে অন্ধকারময়।
হারাইয়া দিক্, হৈল বড় দিক্, দিক ঠিক নাহি হয়॥
পেয়ে বহু কষ্ট, বাহির প্রকোষ্ঠ, অকষ্ট বন্ধের ন্যায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পড়িয়া ভ্রমেতে, ক্রমেতে বাহির যায়॥
উভয়ে সত্বরে, অভয়ে উত্তরে, উত্তরিল পরে আসি।
হয়ে নিঃশরণ্য, দেখে বিন্ধ্যারণ্য, বন্য পশু রাশি রাশি॥
তার চারি ভীত, হেরে হৈল ভীত, কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুলহে বদন, এক্ষণে ভয়ে কি করে॥

গঙ্গা স্তুতি।

সুরশৈবলিনী নাম, হইয়া গো মোক্ষধাম,
ত্রিগুণের গুণ তুমি, একাধারে ধরেছ।
ছিলে ব্রহ্ম কমণ্ডলে, দ্রবময়ী গঙ্গা হলে,
কে পায় তোমার অন্ত, অনন্তরে তেরেছ॥
পতিত পাবনী তুমি, পবিত্র করিয়া ভূমি,
সগরের ধ্বংস বংশ, আসি উদ্ধারিয়েছ।
অধম করিতে ত্রাণ, ক্ষিতিতলে অধিষ্ঠান,
অপরূপা আনন্দে, অলকানন্দা হয়েছ॥
গলদেশে দিয়ে বাস, যে করে যে অভিলাষ,
তুমি তারে সেই আশ, হেলায় পূরায়েছ।

আমি দীন কি কহিব, ও মহিমা কি জানিব,
যে কিছু জানেন শিব, তাঁরে জ্ঞান দিয়েছ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত, সবে তব পদানত,
বিপিরে বিবিধ মত, জ্ঞান দান করেছ।
এমতি তব মহিমা, কে করিতে পারে সীমা,
একেবারে যম শঙ্কা, ডঙ্কা দিয়ে হরেছ ॥
তপ জপ যোগ বল, সকলি তোমার জল,
মরি কি অসংখ্য ফল, জীবেরে বিতরেছ।
কি ভাবে সপত্নী ভয়ে, কিম্বা কুতুকিনী হয়ে,
শিব শির আরোহিয়ে, শরীর সম্বরেছ ॥
ওগো সুরধুনি ধন্যে, ভকতবৎসল জন্যে,
তুমি মাগো জহ্নু কন্যে, এই নাম লয়েছ।
ভগীরথে দিয়ে ছায়া, উদ্ধারিতে দগ্ধকায়া,
শতমুখী হয়ে দয়া. প্রকাশিয়া রয়েছ ॥
জয় মৃত্যুঞ্জয় জায়া, মহেশমোহিনী মায়া,
হয়ে গোদাবরী গয়া, অবনিতে এসেছ।
ওগো শিব প্রেমপাত্রী, জীবের কৈবল্যদাত্রী,
মদনের মুক্তি কর্ত্রী, হয়ে মাগো বসেছ ॥

হিরণ্যনগর ও হরিহর দর্শন।

যথা দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয় ॥
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে ॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে, আকাশে ভাস্করে দেখে ॥
হল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরি পরিতুষ্ট অতিশয় ॥

বলে, বঁধু হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই।
চল পরিশেষে পুরি পরিসরে দোঁহে যাই ॥
যায় দোঁহে মেলি এই বলাবলি করি স্থির।
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধিরে বন্দিয়া দুই ধীর ॥
এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে সুবেশে দুজন।
দেখে, একে একে, থেকে থেকে সকল সদন ॥
চলে, চাইতে চাইতে চারি দিক, চল চিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত ॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর বানরী সনে সুখে ক্রীড়া করে ॥
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রী সাথ বসিতেন ধীর।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।
দোঁহে দেখে এই দৈবদুখে দুখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশায় যথা আছে জলাশয় ॥
দেখে সুচারু সরোসিজ-শোভিত-সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি, সব থরেথর ॥
করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীরে সমীর, সে নীর টল টল ॥
ভেবে মনোগত ভাবে, না করিয়া পরকাশ।
নৃপ কথোপকথন করে বঁধুর সকাশ ॥
দেখ বঁধু হে, কি অপরূপ সরোবর নিধি।
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজিয়াছে বিধি ॥
চল, বেলা বহে যায়, আর দেখিতে সকলে।
বলে, জলে চলে মজ্জন করিল কুতূহলে ॥
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা, কহে অতঃপর।
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর ॥
ইহা করি স্থির, দুই ধীর সরোবর তীরে।
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে ॥

দেখে চারি পাশ কুসুম নিবাস সুশোভিত।
তার মধ্যে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত ॥
তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মূর্ত্তি।
হেরে হয় যে হৃদয় শতদল দল স্ফূর্ত্তি ॥
মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে ॥
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ ॥
আধা কপাল ফলকে শোভে অলকার পাঁতি।
আধা ধক্‌ধক্‌ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি ॥
আধা তিলক আলোকে তিনলোকে করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভ লা ॥
কিবা নলিন মলিনকারি নয়ন তরল।
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি যেন রক্তোৎপল।
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল ॥
আধা বনমালা গলায় ভুলায় যোগী মন।
আধা রুদ্রাক্ষ অক্ষমালা, আলা করে ত্রিভুবন ॥
আধা কুঙ্কুম কস্তুরি হরিচন্দন চর্চ্চিত,
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্ম বিভূষিত ॥
কিবা কর কিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র।
আধা অমর ডমরু করে আধা শিঙ্গা বক্র ॥
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া।
আধা বাঘ ছালা ভোলার ভুজগমালা বেড়া ॥
আধা চরণ কমলে শোভে কাঞ্চনে মঞ্জীর।
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গভীর।
দেখে এই রূপে অপরূপ রূপ হরিহর ॥
রাজা পূজা বিধি যথাবিধি করে ততঃপর।

প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতার ১৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরে কাঁচড়াপাড়া নামে একটী গ্রাম আছে; তথায় ১২১৬ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি কখন কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু অতি শৈশবকালে হইতেই কবিতারচনা বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মানস সরোবরে সেই কমনীয় কবিতা কমল বিকসিত হয় যাহার সুধাময় সুমধুর সৌরভে দিগন্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি আমোদিত রহিয়াছে। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মৃত মহাত্মা যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ও আনুকূল্যে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ প্রভাকর পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকর পত্রের সহিত তাঁহার নাম এরূপ সুসম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে ইহার নামোচ্চারণ মাত্রেই তাঁহার নাম এবং তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রেই ইহার নাম স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। যেরূপ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নামের

পরিবর্ত্তে কবিকঙ্কন নামটী সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নামের পরিবর্ত্তেও অনেকে সেই রূপ প্রভাকর আখ্যাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর গুপ্ত ও প্রভাকর এই দুই নামেই তিনি সমান প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে "প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

প্রভাকরের কলেবর সংবাদ ও বিজ্ঞাপন দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং সম্পাদয়িতার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার সেরূপ সুবিধা হইত না। এই নিমিত্ত তিনি এক খানি মাসিক প্রভাকর প্রচারণে প্রবৃত্ত হন। এতদ্ব্যতীত সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ড পীড়ন নামে দুই খানি সাপ্তাহিক পত্রও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। সাধুরঞ্জন সাধুদিগের চিত্ত রঞ্জনোপযোগী বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বিভূষিত থাকিত এবং পাষণ্ডপীড়নে পাষণ্ডগণের অঙ্কুশ স্বরূপ নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'রসরাজ' নামক পত্রের সহিত পাষণ্ড পীড়নের কিয়ৎকাল বিষম বিসংবাদ চলিয়া ছিল। এমন কি সম্পাদকেরা প্রকাশ্য রূপে

পরস্পরের কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যারপর নাই অশ্লীল বিষয় লিখিয়া স্বস্ব পত্র দূষিত করেন। কবিবর ঈশরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধ প্রভাকর, হিত-প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ এবং ভারতচন্দ্রের জীবন চরিত এই কয়খানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর ভারত-চন্দ্র রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস প্রভৃতি কবিগণের জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়া প্রভাকর পত্রে ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় প্রকাশ করেন। পরে ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্তটী স্বতন্ত্র পুস্তকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। প্রবোধ প্রভাকর ও হিতপ্রভাকর এই উভয় গ্রন্থই গদ্য পদ্যময় চম্পূ কাব্য। প্রবোধ প্রভাকর আত্মতত্ত্ব বিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ ও হিতপ্রভাকর বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত সংস্কৃত হিতোপদেশের আভাস লইয়া বিরচিত। হিতপ্রভাকরের ইতিবৃত্তটী অতিশয় কৌতুহল জনর্ক; যে মহাত্মা দুস্তর সাগর পার হইতে এতদ্দেশে আসিয়া হিন্দুমহিলাদিগের দুরবস্থা সন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনে ও উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছিলেন ও তদুদ্দেশে অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও

বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে যাহাতে তাহাদের অবিদ্যারূপতিমিরাচ্ছন্ন মানসা-কাশে বিদ্যার বিমলজ্যোতি বিকীর্ণ হয় তাহার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন, এবং এই মহানগরীস্থ হেদুয়া দীর্ঘিকার বায়ুকোণস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের পরম রমণীয় অট্টালিকাটী যাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে, সেই বঙ্গীয় অবলাকুল হিতৈষী বেথুন সাহেব মহোদয়ের অনুরোধে এই কাব্যখানি প্রণীত হয়। ইহার রচনা সরল ও প্রাঞ্জল। বোধেন্দু বিকাশ সংস্কৃত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম্ম লইয়া রচিত, ইহার অধিকাংশই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। হাস্যরস বর্ণনায় গুপ্ত মহাশয় অতিশয় নিপুণ ছিলেন ফলতঃ এ বিষয়ে তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না।

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিম্নে হিতপ্রভাকর হইতে কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

যেমন আপন প্রাণ, প্রিয় আপনার।
সেরূপ সবার প্রাণ, প্রিয় সবাকার॥
আপন শরীরে যথা, আপনার স্নেহ।
সেইরূপ সবে দেখে, নিজ নিজ দেহ॥
অতএব উপদেশ, লহ জীবগণ।
আত্মবৎ কর সবে, দয়া-বিতরণ॥
নিজ-সুখে সুখি যারা, দুখি নিজ দুখে।
ভ্রমেও তাদের নাম, এনোনাকো মুখে॥
আপনি আপন ভাবে, করি প্রণিধান।
প্রেমভরে দেখ ভবে, সকল সমান॥

বুদ্ধিদোষে, যে পুরুষ, দ্বেষের অধীন।
ঘৃণায় সতত যার, মানস-মলিন॥
কিছুতেই নহে তুষ্ট, কষ্ট প্রতিক্ষণ।
সুখের অস্বাদ নাহি. পায় তার মন॥
নিয়ত ক্রোধের বশে, থাকে যেইজন।
বোধের সহিত তার. না হয় মিলন॥
মিছে মিছি ভয় পেয়ে, যে, হয়, আকুল।
পশুর সহিত তার, সদা সমতুল॥
পরভাগ্য-উপজীবী, যেইজন হয়।
চিরদুখী বলি তারে, সুখী সেই নয়॥

লোভেতে ক্রোধের জন্ম, ক্রোধে বোধ যায়।
বোধহীন হোলে নর, কি রহিল তায়॥
লোভ হোতে হয় সদা, কামের সঞ্চার।
এই কাম, নানারূপ, দোষের আধার॥
লোভেতে জন্মায় মোহ, নাহি থাকে শিব।
পড়িয়া মায়ার ঘোরে, মারা যায় জীব॥

পদেপদে, পরিতাপ, দিবানিশি শোক।
লোভের অধীন হোয়ে, মরে কত লোক॥
এই লোভ সমুদয়, পাপের আধার।
লোভের অধীন জীব, হোয়োনাকো আর॥

আগেভাগে, কোনো কর্ম্মে, দিওনাকো হাত।
পদেপদে, ঘটে তায়, বিষম ব্যাঘাত॥
ছোটো, বড়, সকলের, অভিমত লও।
ভাল, মন্দ, যুক্তি করি, অগ্রসর হও॥
কার্য্য যদি সিদ্ধ হয়, কত উপকার।
সমভাগে ফলভোগ, হয় সভাকার॥
বিড়ম্বনা হোলে পরে, কত তায় ক্ষতি।
সব দোষ পড়ে এসে, প্রধানের প্রতি॥
সবে করে অপমান, অশেষ প্রকার।
পুরস্কার কোথা তার, তিরস্কার সার॥
অতএব শুন শুন, যুবক-সমাজ।
আগে করি বিবেচনা, পরে কর কাজ॥
দশে-মিলে যুক্তি করি, করিব যে কাজ।
সে কাজ অসিদ্ধ হোলে, কিছু নাই লাজ॥
ইন্দ্রিয়দমন হয়, সম্পদের পথ।
যেপথে করিলে গতি, পূরে মনোরথ॥
ইন্দ্রিয়ের অশাসন, সুপথ-তো নয়।
সেপথে করিলে গতি, অধোগতি হয়॥
দুই পথ বর্ত্তমান, রয়েছে প্রকাশ।
সেই পথে গতি কর, যাহে অভিলাষ॥

মিত্র সহ একত্র, যে গৃহে সহবাস।
পবিত্র তাহার সব, ধন্য তার বাস॥
উভয়ত পরস্পর, সুখের সম্ভাষ।
না বহে কাহারো মনে, দুখের বাতাস॥
সাধু ভাবে সদাচার সদা সদালাপ।
একেবারে দূর হয়, সকল বিলাপ॥
পরস্পর ভেঙ্গে যায়, উভয়ের ভেদ।
কারো মনে কিছু মাত্র নাহি থাকে খেদ॥
উভয়ের এক ভাব স্বভাবে সরল।
মনের মন্দিরে নাই গরিমা গরল॥
এরূপ প্রণয়-ভাবে, কাল কাটে যারা।
সাধু সাধু, ধরাতলে, পুণ্যবান তারা॥

দিনকর যদি হয় পশ্চিমে উদয়।
অমার নিশিতে যদি শশী দৃশ্য হয়॥
বৃদ্ধের যদ্যপি হয় যৌবন সঞ্চার।
মৃত প্রাণী প্রাণ যদি পায় পুনর্ব্বার॥
শিখরের শিরে যদি ফুটে শতদল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥

হরিদ্রার চারু রূপ যদি হয় কালো।
জোনাকি যদ্যপি ধরে চন্দ্রিকার আলো।
লৌহায় যদ্যপি হয় ফুলের সৌরভ।
কুপুত্রে যদ্যপি হয় কুলের গৌরব॥
সুধাবৎ যদি হয় সাপের গরল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥

আমিষ ভক্ষণ-রোগ যদি ছাড়ে বক।
দারুণ ঠেকাকি-রোগ যদি ছাড়ে ঠক॥
ভাট যদি শ্রাদ্ধ বাড়ী তাক্তি নাহি পাড়ে।
আমলায় মামলায় ঘুষ যদি ছাড়ে॥
হাকিম যদ্যপি ছাড়ে বিচারের ছল।
কখনই খল তবু হবে না সরল॥

লোভেতে ক্রোধের জন্ম, ক্রোধে বোধ হয়।
বোধহীন হলে নর, কি রহিল তায়॥
লোভ হতে হয় সদা কামের সঞ্চার।
এই কাম নানা রূপ দোষের আধার॥
লোভেতে জন্মায় মোহ নাহি থাকে শিব।
পড়িয়া মায়ার ঘোরে মারা যায় জীব॥
পদে পদে পরিতাপ দিবানিশি শোক।
লোভের অধীন হয়ে মরে যত লোক॥
এই লোভ সমুদায় পাপের আধার।
লোভের অধীন জীব হয়োনাকো আর॥

হিংস্রকের সহ-বাস, না হয় উচিত।
ভক্ষকের প্রেম কোথা, ভক্ষ্যের সহিত॥
খলের প্রণয়ে সার. কবে হয় হিত।
হিত ভেবে প্রীতি কোরে, ঘটে বিপরীত॥
প্রেমভাবে থাকে কোথা, করী আর হরি?।
প্রেমভাবে থাকে কোথা, হরি আর হরি?॥
বাঘ বল, কোন্‌কালে, মেষপালে পালে?।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, ইঁদুর বিড়ালে?॥
কোন্‌কালে প্রেম হয়, পুণ্য আর পাপে
কোন্‌কালে প্রেম হয়, বেজী আর সাপে॥

কোন্‌কালে প্রেম হয়, আলো আর ঘোরে।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, সাধু আর চোরে ? ॥
কোন্‌কালে কাঁচ সহ, তুল্য হয় হেম।
হীন-সহ, সবলের কবে হয় প্রেম ? ॥
অমৃত গরল সহ, কথনো কি রয়?।
দুধের সহিত কোথা, ঘোলের প্রণয় ? ॥
এক ঠাঁই কোথা থাকে, সত্য আর ছল ? ।
সবলের প্রেমে প্রেমী, কবে হয় খল ? ॥
ব্যাধের নিকটে কোথা, প্রেম পায় পাখি।
কুঠারের কাছে কোথা, প্রেম পায় শাখি ? ॥
কোন্‌কালে মিল হয়, অগ্নি আর জলে ? ।
কোন্‌কালে মিল হয়, শূন্য আর স্থলে ? ॥
সরল স্বভাবে হোলে, উভয় সমান।
পরস্পর প্রেম করা, বিহিত বিধান ॥
কুল, শীল, স্বভাবের, নিয়ে পরিচয়।
সবি শেষ জ্ঞাত হবে, ভাব সমুদয় ॥
অকস্মাৎ আগন্তুকে, করিয়া বিশ্বাস।
কোনোমতে বিধি নয়, তার সহ বাস ॥
স্বভাবে জানিব যারে সুশীল সুজন।
মিত্রভাবে লব গিয়া, তাহার শরণ ॥
তার সহ সদালাপে, দূর হবে দুখ।
স্থির প্রেমে চিরকাল, পাব কত সুখ ॥

কোনরূপ অভিলাষে শত্রু যদি কাছে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে কর তার তোষণা।
প্রেমভাবে মনে ধরি পূর্ব্বভাব পরিহরি,
দ্বেষভাব দূর করি স্বভাবেরে দোষনা ॥

বাহিরের শত্রু যারা কি করিতে পারে তারা,
ভিতরের শত্রুগণে একেবারে রোষনা।
ভেদ নাই আত্ম পরে থাকে নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ রবিকরে "ভ্রান্তিনদী,, শোষনা॥
আপনার কলেবরে মানসের সরোবরে,
মোহন-মরাল চরে সেই পাখি পোষনা।
নিজবোধ হবে হবে নিজভাব ভাব সবে,
এই ভবে বিধিরবে রবে তবে ঘোষণা॥

অতিশয় নীচ লোক, বাসে যদি আসে।
প্রিয়ভাষে সাধু তারে, তখনি সম্ভাষে।
সমাদর, সাধুভাব, সুজনের কাছে।
স্থল, জল, আসনের অভাব কি আছে॥
মহতের মহিমার, কি কহিব ভেদ।
তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাহি ভেদ॥
কিছুতেই নাহি ভাবে, মান অপমান।
শত্রু আর মিত্র তার, উভয় সমান॥
দেখ দেখ, নিশাপতি, কিবা গুণ ধরে।
ইতর বিশেষ, কিছু. ভেদ নাহি করে॥
দোথাবা, চণ্ডাল নীচ, কোথা বিপ্রবর।
সমভাবে সকলের, ঘরে দেন কর॥
কুঠারে তরুর মূল, ছেদন, যে, করে।
ছায়াদানে তরু তবু, তাপ তার হরে॥
স্বকরে আখের মূল, যে, করে ছেদন।
মধুর আস্বাদ তারে, করে বিতরণ॥

সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান।
যে, করে, আশ্রিত জনে, আশ্রয় প্রদান॥

তারেই, সুজন, বলে সকল সুজনে।
যে করে অভয় দান ভয়শীল জনে॥
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মানে।
যেজন মানির মান রাখে নিজ মানে॥
প্রিয় বোলে বাঁধি তারে, প্রণয়ের জালে।
যেজন সহায় হয় বিপদের কালে॥
ধনের সার্থক করি সেই পায় সুখ।
যাচকে যাহার কাছে না হয় বিমুখ॥
অতি সাধু ধর্ম্মশীল, গুরু বলি তারে।
সুনীতি শিখায় যেই সাধু ব্যবহারে॥
ধন্য তার অধ্যয়ন পণ্ডিত সেজন।
উপদেশে করে যেই সংশয়-ছেদন॥
তাহারে স্বভাবদাতা বলে সর্ব্বজনে।
অনাথ দেখিলে যার দয়া হয় মনে॥
কেবা আত্ম কেবা পর কে বুঝিতে পারে।
যে হয় ব্যথার ব্যথী আত্ম বলি তাঁরে॥
দেশের কুশলকারী উত্তম সে জন।
যে জন নিয়ত করে বিদ্যা বিতরণ॥
তুলনা না হয় তার কাহারো সহিত।
কখনো না করে যেই পরের অহিত॥
সুশীল সুধীর সেই পুরুষের সার।
আপনার নিন্দা শুনে ক্রোধ নাই যার॥

বিশেষ কারণে সাধু যদি করে ক্রোধ।
তবু তার মন হোতে নাহি যায় বোধ॥
সে রাগ সুরাগ তায় নাহি কিছু ভয়।
বোধের উদয় থাকে ক্রোধের সময়॥

হিতকর ক্রোধ সেই স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তায় মনের বিকার ॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয় জলধির জল ॥
অতএব থাকো সদা সাধু-সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যার উভয় সমান ॥
সুজনের প্রেমে কভু নাহি অপকার।
রোষে তোষে উপদেশে কত উপকার ॥

ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ সতের ব্যবহার ॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর ॥
হয় হয় নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিজন বনে দেহ করে লয় ॥

সংসার রসের তরু সহজে সরল।
তাহাতে ফলেছে দুই সুরসাল ফল ॥
এক ফল "কাব্য সুধারস-আস্বাদন"।
আর ফল "সুজনের-সহিত মিলন" ॥
হবেনা বিফল কভু হবেনা বিফল।
যাহে যার অভিরুচি লহ সেই ফল ॥
প্রথম ফলের স্বাদে তৃপ্ত হয় মন।
দ্বিতীয় ফলের স্বাদে সফল জীবন ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শিবপুর গ্রামে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান। ইনি এক্ষণকার একজন সম্ভ্রান্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। ইনি স্বপ্রণীত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামক কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি সুতরাং নানা ভাষার কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেককাল সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্র পুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করি'। নায়ক নায়িকার প্রেম সঙ্ঘটনাদি 'আদিরসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে' এই বিবেচনায় রঙ্গলাল কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক

হইতে ক্ষত্রিয় রমণীকুলশিরোমণি পতিপরায়ণা পদ্মিনীর বিবরণ অবলম্বন পূর্ব্বক 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামক প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা বিষয়ে এক নূতন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'কর্ম্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' নামে অপর দুই খানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার কাব্য-ত্রয়ের মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই কাব্য গুলির মধ্যে স্থলে স্থলে প্রকৃত কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ রঙ্গলালের কবিত্ব শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে; তাঁহার রচনা প্রণালী ও ছন্দোবন্ধও মন্দ নয় এবং তৎপ্রণীত কাব্য সকল স্থানে স্থানে প্রগাঢ় ভাব সমূহে পরিপূর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে তিনি যে কবি ও সুপথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল সমাদৃত হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুকুন্দরাম কৃত বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যের এক নূতন সংস্করণ প্রচার করেন। স্বপ্রচারিত গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি কবিকঙ্কণের কবিত্বাদি সংক্রান্ত যে সমালোচনাটী সন্নিবেশিত করিয়া দেন তাহা অতি চমৎকার এবং তদ্দ্বারা

তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেটের ইনি কিছুদিন সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান হইতে উদ্ধৃত।

সর্ব্ব সুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদ্ পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃত-প্রায় পর পরশনে॥
যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমতি পতি,
রাজকুল চক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ, বিক্রমেতে ভীম॥
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ কাব্য।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় !
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয় ।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয় ।।
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয় ।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ।।
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে,
সমর সমাজ ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে,
ক্ষত্রিয়ের কায ।।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার ।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ।।
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার ।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ।।

কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমন সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান ?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
তাজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়–নন্দন ?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে.
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই ॥"

যবনদিগের দ্বারা চিন্তার অধিকার।

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু–সূর্য্য অস্তাগিরি-গত।

দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজ্য-স্থানে সমাবেশ,
তাপ তমস্বিনী পরিণত ।।
যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি,
পৃথুরাজে পরাভূত করে ।
হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে ।।
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃ-পূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর ।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর ।।
অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান ।
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি প্রাণ ।।
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায় ।
সেরূপ ভারত-দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায় ।।
কি হইল হায় হায় ! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল ।
যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
এই বার হইল সফল ।।

কি হইল হায় হায় ! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপুত রাজপুতগণ ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন ।।

কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম ? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার ॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র পসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত।
বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত ॥
ধুনিত কার্পাস প্রায়, ফেন লালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দুর্ব্বাদল।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল ॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি ॥
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন।
সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চক্ষে চঞ্চু করিছে ঘাতন !
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির ভিতর।
আনন্দ-জলধি পর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর,
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর ॥

কর্ম্মদেবী হইতে উদ্ধৃত।

রাজপুত সাধুর বিবরণ।

যশল্মীর-অন্তঃপাতি, দেশেছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম-আধার॥
মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নত শির,
প্রতাপেতে প্রখর-তপন।
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর,
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ॥
হঠ-ধর্ম্মে হর্ষ অতি হঠ্ হঠ্ সদাগতি,
সদাগতি পরাভূত তায়।
দড় বড় দড় বড় অশ্বচালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায়॥
হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধনিক বণিকগণ, ভীত-চিত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়ে লুটে লয়॥
বাল বৃদ্ধ বনিতারে, সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সমর রসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে॥
বিশেষ যবন প্রতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফদিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে॥

পূর্ব্বদিগে বিষ্ণু পদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব-অধিকার।
বিনশন মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু লতা।
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা॥
তটে পুষ্প উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত-পান্থ-চিত্তহর নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভানুর এ ভাণ॥
সাধ এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপদ মস্তক পারা,
অয়স্ রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্ ঝন্,
ঝক্ মক্ ঝলক বিশদ॥
শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ শয্যা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছু মাত্র না হয়ে বিকল॥
সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল, ভোজন-ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন॥

দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা-অনল হাড়ে হাড়ে॥
কারুপ্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই॥
বীর, যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ প্রাণে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এদশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন।
কবে পুন বীর রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্কর হবে পুন॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবীদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা সদরদেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহাঁরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬। ১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহাঁর পিতা ইহাঁকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্‌স-কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক

তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এত গুলি পুস্তক লিখিয়াছেন ;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।”

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার প্রথা ইনিই বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিলোত্তমা মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা এই তিন খানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ইঁহার রচনা প্রণালী কি ছন্দোবন্ধের বিস্তারিত রূপে দোষ গুণ বিচারের

এ উপযুক্ত স্থল নহে। যাহা হউক ইনি যে ইদানীন্তন বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বীরবাহুর পতনে রাবনের খেদ।

" নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কম্ভুকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? ————
———— হায় ইচ্ছা করে,

ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এতেক কহিয়া রাজা, দূতপানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী"
প্রণমি রাজেন্দ্র পদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জন।
সিংহনাদ; জলধির কল্লোল; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
"পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—

মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগন ; বিদ্যুতঝলা সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্যশিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
" এই রূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকট শিরে, করে ভীমধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত"— ... ...
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; "সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীরহিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিরবে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ? চল, সবে—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়ন"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী !
হেমহর্ম্ম্য সারিসারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুবিনোদন ;

... ... হীরাচূড়াশির:
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন পূর্ণ ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কা, তোর পদতলে,
জগতবাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্বদ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নববলে বলী ;
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায়রে বিষণ্ণ এবে জানকী বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী।
...... অদূরে হেরিলা রক্ষ:পতি

রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীব; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতঃ
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ী
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর আভরণ, মহাতেজস্কর।
হৈমধ্বজদণ্ড হাতে, যম দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীবলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল সম। এ বজ্র-আঘাতে

কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভব-ভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুখী—
তুমি হে জগতপিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?"
এই রূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গনিচয়,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ববন্ধন সেতু ! রাজপথসম
প্রশস্ত ; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;—
"কি সুন্দরমালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন সম
ভীমপরাক্রম ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে

শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ! বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর রোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা
আলুথালু হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন হীন বনসুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া

শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবনের পানে ;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে শাবক যেমনি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূলরতন ?
দরিদ্রধনরক্ষণ রাজধর্ম্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি রাজ;, আমার সে ধন।"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
" এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী
দেখ বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি

ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বারুইর বরজে সজারু পশি যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে (
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শীমূলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে !"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি,—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামণ হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজকর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি !"

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরব ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরবনে !
মলিনবদনা দেবী, হায়রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে !

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ বারতা !
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবু ও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্বরূপে !

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমাসুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে

কতক্ষণে চক্ষুজল মুচি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পুজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ন ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি ?"

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা

সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলিললাটে, আহা তারারত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মী, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্নহেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?"
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিলা রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি? পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কি অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে;
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি? শিখীসহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক নর্ত্তকী,

এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবরশিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে।—
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অমূলরতনসম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে !"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা ; (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা !) "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে

এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত,-দুঃখের কথা কহে সে অপর।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষপুরে ?
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখে, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তারকান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবীকরে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌরকররাশি বেশে সুরবালাকেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশবধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখিভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভুবা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগনে যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্তকান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সতি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশালরসাল-মূলে ! কত যে আদরে

তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসবাসিনী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখে কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব- রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যারে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি ভুবনমোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমাবে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
সরস মধুরমাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !

লক্ষ্মণের পতনে রামের খেদ।

" রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃ-পুরে—
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্ সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহা বাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে ।
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে

অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মিলি !
“ কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এদুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে ।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এমুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, “ কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর্ ? ” কি বলে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক্ ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে ।”

দ্বারকানাথ রায় প্রণীত কবিতাপাঠ হইতে উদ্ধৃত।

ওরে মানস বিহঙ্গ ২।
বিষম বিষয়-বনে কর কত রঙ্গ।
তায় ফলে রে কেবল ৩।
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ ফল ।।
তায় করিলে প্রয়াস ২।
আপাতত সুখ কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ ।।
তবে কি ফল সে ফলে ২।
যে ফল ভোজনে প্রাণ যায় রে বিফলে ।।
সে যে দেখিতে সরল ৪।
কিন্তু মন জেনো তার অন্তর গরল ।।
তারে ভাবিছ স্বহিত ২।
কিন্তু তার শত্রু ভাব তোমার সহিত ।।
তারে কর সুধা জ্ঞান ২।
কিন্তু শেষে সেই হবে বিষের সমান ।।
কেন সে রসে বিভোর ২।
"যার লাগি চুরি কর সেই বলে চোর ।।"
তাই বলি ওরে মন ২।
রাখ রাখ অধীনের এই নিবেদন ।।
ত্যজি বিষয়ের বন ২।
জ্ঞানারণ্যে আসি বাস কর অনুক্ষণ ।।
কেন রে রসনা, সুরসে রস না, বিরস বাসনা, কেন রে কর।
অমল কমল, জিনিয়ে কোমল, অতি নিরমল, শরীর ধর ॥

হইয়ে কোমল, হইলে সমল, হৃদে হলাহল,
মেখেছ যেন।
হইয়ে ললিত, অমৃত সঞ্চিত, সুরসে বঞ্চিত
হও রে কেন॥
হইয়ে সরল, উগার গরল, একি অসুঃখল
ভাব তোমার।
অস্থিহীন কায়, ধরি হায় হায়, অশনির প্রায়,
কর প্রহার॥

কিবা শোভা পায় মণি, রমণীর গলে।
কিবা শোভা পায় ধনী, পারিষদ-দলে॥
কিবা শোভা পায় শশী, গগণ-মণ্ডলে।
কিবা শোভা পায় অসি, বীর-করতলে॥
কিবা শোভা পায় ভৃঙ্গ, অমল কমলে।
কিবা শোভা পায় শৃঙ্গ, গিরিময় স্থলে॥
কিবা শোভা পায় শিশু, জননীর কোলে।
কিবা শোভা পায় ইষু, সমর-হিল্লোলে॥
কিবা শোভা পায় কেশ, সুন্দরীর শিরে।
কিবা শোভা পায় বেশ, সুন্দর শরীরে॥
কিবা শোভা পায় হাস্য, শিশুর অধরে।
কিবা শোভা পায় লাস্য, সভার ভিতরে॥
কিন্তু পর-দুঃখে যার, আঁখি ভাসে জলে।
তার সম শোভা আর, কি আছে ভূতলে॥

হও রে চেতন মোর মানস বিঘোর রে।
মনোপুরে প্রবেশিবে নহে ছয় চোর রে॥
নব-দ্বার মুক্ত তার, প্রবেশিতে কিবা ভার,
তথাপি না হয় বোধ কি কুমতি তোর রে।

হৃদয় সর্ব্বস্ব তব, হরিবে না রাখি লব,
তবু আছ বিষয়-সম্বেশে হয়ে ভোর রে ॥
তাই বলি মন তোরে, ধরিতে সে ছয় চোরে,
বিজ্ঞান প্রহরী রাখ আর জ্ঞান ডোর রে ॥

দেখ জ্ঞান-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে।
অন্তর আকাশে থাকে এই সুধাকর রে ॥
বিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন এই নিধি,
লয়ে সংসারের যত শোভা মনোহর রে।
দেখ রে কলঙ্কী শশী, অম্বর-আসনে বসি,
নয়ন জুড়ায় শুধু ধরি সিত কর রে ॥
এত অকলঙ্ক চাঁদ, মনোমৃগ-ধরা ফাঁদ,
জুড়ায় জগত্-জন নয়ন অন্তর রে।
সিত-পক্ষে সুধাকর, শুধু হয় সুধাকর,
নিরন্তর সুধাকর এই শশধর রে ॥

দেখ রে আমার মন ভাবিয়ে অন্তরে রে।
মানসের অন্ধকার কেবা দূর করে রে ॥
দিবাকর নিশাকর, মণিগণ মনোহর,
আর দীপ-শিখা-করে বিশ্ব আলো করে রে।
অন্তরের অন্ধকার, হরিবারে সাধ্য কার,
অন্তরের অন্ধকার তারা শুধু হরে রে ॥
ধর্ম্ম ধন বিনে ভবে, বল কার সাধ্য হবে,
হরিতে মনের তম এই চরাচরে রে ॥
তাই বলি ওরে মন, মহারত্ন ধর্ম্ম ধন,
কর রে সাধন সদা মহারাগ ভরে রে ॥

ওরে মন একেমন চরিত তোমার।
আমার হ'য়ে তুমি হলে না আমার ॥

মোর গৃহে বাস কর, মোর অন্নে প্রাণ ধর,
মোর ক্লেশে তব ক্লেশ হয় অনিবার।
মোর যদি হয় রোগ, তুমি তাহা কর ভোগ,
মোর মরণেতে মর কি কহিব আর ॥
তবু তব একি রীতি, মোর প্রতি নাহি প্রীতি,
শুধু অধর্ম্মেতে প্রীতি একি চমৎকার।
আমার হইয়ে মন, হইলে পরের ধন,
অসতী নারীর মত তোমার আচার ॥
যদি তুমি মোর হও, সদা ধর্ম্মপথে রও,
ধর্ম্ম বিনে কেহ আর নাই আপনার।
অধর্ম্মেরে একেবারে কর পরিহার ॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত সদ্ভাবশতক
হইতে উদ্ধৃত।

হে ভূপ! গর্ব্ব পরিহর;
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী।
তব তুল্য নরেশ কত,
শাসিত সাগরাম্বর ধরা;
সম্পদ মদ মত্ততায়,
ভাবিত তৃণতুল্য এই বিশ্বপুর;
সে সব ভূত কোথায়?
কই বা সে পদ-মদ-মত্ততা?
সে ক্রোধ রাগ-রঞ্জিত
লোচন, যাহা বর্ষিত অগ্নি কণা,
দীন অধীন জন প্রতি;

সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ বধির
শ্রুতি ; সে কর্কশ ভাষিণী-
কোমল রসনা ; পর পীড়নোদ্যত
সে করযুগল কোথা হে ?
মৃত্তিকায় ইদানীং পরিণত !
এই যে মম পদরেণু,
ছিল ভূপতি মস্তক অংশ এক দিন ।
এ অনিত্য ভবমণ্ডলে,
কিছু নিত্য নহে কিছু নিত্য নহে ।
অন্য করতল পরিহরি,
তব-করতল আগত, এ রাজ্য ; পুনঃ
কিছুকাল পরে, নিশ্চয়,
হবে অন্যদীয় হস্তগামী ।

নয়ন রঞ্জন মনোহর,
এই যে কাঞ্চন নির্ম্মিত পঞ্জর,
দেখিতে সুখধাম বটে,
শমন ভবনোপম মম নিকটে !
রজত কনক পাত্র স্থিত,
এই যে নানাবিধ বনফল ললিত ;
অমৃত পূরিত বলে পরে,
তীব্রগরল বোধ মম অন্তরে !
ধন্য স্বাধীন দ্বিজ ।
কি সুখমধুপূর্ণ তব চিত্তসরসিজ !
সুখময় তব তরুকোটর !
সুধাময় তব তিক্ত ফলনিকর !
হায় ! সে দিন কি পাব ?
সদা আনন্দে উড়িয়া বেড়াব !

সুখে তরুবিটপে বসিব !
পঞ্চম তানে ললিত গাইব !
হা মঞ্জু, কুঞ্জ কানন !
তব সুখময়ীমূরতি করি দরশন,
কবে নয়ন জুড়াইবে !
কবে পাঞ্জর যাতনা ঘুচিবে !

ভো নভোমণ্ডল ! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ ?
অসংখ্য তারকাজালে, মণ্ডিত,
বিবিধ রিচিত্র বর্ণে চিত্রিত !
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই।
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই ॥
পেয়েছ এমন অনন্ত দেহ।
অন্ত নারে তব বলিতে কেহ ॥
যে দিল তোমারে এরূপ কায়।
বারেক দেখাতে পার কি তায় ॥
শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত রঙ্গে।
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে ॥
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে।
বাসনা আমার মানস করে ॥
বল হে আকাশ ! বল আমায়।
কোথা গেলে আমি পাইব তায় ॥

যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার মত।
শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে,
জানাইব আমি, যাতনা যত ॥

চির সুখী জন, ভ্রমে কি কথন,
ব্যথিত-বেদনা, বুঝিতে পারে ? ।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু বিষধর, দংশে নি যারে ॥

কত ভুমিপ আসন যোগ্য জন ।
উটজে করিছে দিন যাপন রে ॥
কত নির্দ্দয়চিত্ত অবোধজনে ।
অবমানিত, উচ্চ বিচার পদ ॥
কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পাদতলে ।
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে ॥

গতদিন যেই, প্রিয়জন ফুল্ল
বদন সরোজ—সুললিতবাণী-
মধুময়—হেরি, লভিল বিশুদ্ধ
সুখ, মম চিত্ত-মধুকর ; অদ্য
নিরখি বিশুষ্ক, বিগলিত তাহা,
কি বিষম শোক দহন দহে রে !
অহ ! অহ ! যেই নয়ন-সুচারু-
কমল পলাশে, মধুকর কৈলে,
দশন নিবেশ, বিঁধিত মনেতে
মম, দুখশেল, খরতর ; সেই
প্রিয়তম-নেত্রে, বলিভুক চঞ্চু,
নিরখি নিবিষ্ট, কত ধরি ধৈর্য্য !
মরি মরি যার, বিরহ তিলেক,
কভু সহিবারে, মম মন নারে,
অহ ! অহ ! তার, বিরহ অনন্ত,
খরতর তাপ, সহিব কিরূপে ?

কেহ ভবে হাস্যমুখে সুখভোগ করে,
দুখের অনল কার বুকের ভিতরে !
কেহ ভ্রমে আরোহণ করি করী হয়,
বহিয়া পরের বোঝা কেহ ক্ষীণ হয় !
কার পাতে দধিদুগ্ধ অপমান পায়,
কেহ ধরে পরপদে পেটেজ্বালায় !
কেহ করে সুকোমল শয়নে শয়ন,
কেহ করে তরুতলে যামিনী যাপন !
দীনের দারুণদুখ কেহ দূর করে,
বলে ছলে কেহ সদা পরধন হরে !
ধর্ম্মপথে কেহ সদা চরণ চালায়,
পাপের বিপিনে কেহ ভ্রমিয়া বেড়ায় !
কেহ ইষ্টদেবে মনে স্মরে নিরন্তর,
ভুলিয়ে রয়েছে কেহ আপন অন্তর !

কি কারণ দীন তব মলিন বদন ?
যতন করহ লাভ হইবে রতন ।
কেন পান্থ ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমলতুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?

মধুসূদন বাচস্পতি কৃত ছন্দোমালা হইতে উদ্ধৃত ।

পর গুণ কথনে শত মুখ হইবে
নিজ গুণ কথনে কভু রত নাহিবে ।

নিজ গুণ কহিলে ঘৃণিতই হইবে
গুণিগণ, গুণ সে বিগুণই গণিবে ॥
প্রভুকে ও চাটু বাক্য কখন না কহিবে।
শত্রুকেও কটু বাক্য কভু নাহি বলিবে ॥
গল্পেতেও মিথ্যা কথা মুখে নাহি আনিবে ॥
পরনিন্দা পরদ্বেষ কভু নাহি করিবে ॥
তেজস্বীর তেজ সয়, তত দুখ হয় না।
তার তেজে যার তেজ, তার তেজ সয় না ॥
প্রখর রবির কর দেখ শিরে সয় হে।
তার তেজে বালি তাতে পদে সহ্য নয় হে ॥

যদি কোন ছোট লোকে বড় কথা কয় হে
বড় কথা কয়।
মহতের ক্রোধ করা কভু ভাল নয় হে
কভু ভাল নয় ॥
শিশুপাল পাণ্ডবের সভা মাঝে ছিল হে
সভা মাঝে ছিল।
ক্রোধভরে বাসুদেবে কত গালি দিল হে
কত গালি দিল ॥
অপরে সে কটু কথা সহিতে না পারে হে
সহিতে না পারে।
নীচ বোধে মধুরিপু ক্ষমিলেন তারে হে
ক্ষমিলেন তারে ॥
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে প্রতিনাদ করে হে
প্রতিনাদ করে।
লক্ষ নাহি করে যদি ফেরু ডেকে মরে হে
ফেরু ডেকে মরে ॥

কোকিল বিষম কাল, কিবা তার আছে ভাল,
প্রকৃতি ও দেহ তার বিষম অতি।
যে জন নিকটে যায়, সোজা চখে নাহি চায়,
তার প্রতি রাঙ্গা আঁখি হয় কুমতি॥
পর শিশু বধ করে, স্ব-সুত না রাখে ঘরে,
পালন না করে তারে রাখে বিদূরে।
সুধাকর সুধাকরে জগৎ শীতল করে,
ঈর্ষায় রবের-ছলে ডাকে কুহুরে॥
তবু সেই দুরাচার, প্রিয়তম সবাকার,
সুস্বর ঢাকিছে তার দোষ সকল।
তাই বলি শিশু সবে, কটু ভাষী নাহি হবে,
মধুর বচনে ফলে বড় সুফল॥

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত মিত্রবিলাপ হইতে উদ্ধৃত।

মৃত মিত্রের পত্নীদর্শনে খেদ।

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশীকলা কালের কৌশলে ;
বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতি ;
কিম্বা ছিন্নবৃন্ত কুসম যেমতি ;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্ঝটিকা জালে ঘেরে যখন,
কিম্বা মেঘ পালে, আক্রমে যেকালে,
দিনরতন ;

দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুলা ললিতা।

নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।
কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম-সুষমা নিল হরিয়া ;
সৌন্দর্য্য কোথায়, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

সুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী।
তমোবাসে তনু ঢাকি বিরহিণী
নীহারশ্রু জল, বর্ষে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল ;
মিত্রপত্নী, দশা সেরূপ তব ;
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব ;
বিরহ বিকারে, আছ এ সংসারে
জীয়ন্তে শব।

না ফুটিতে ফুল, না ধরিতে ফল,
ললিতা লতিকা লুটাও ভূতল।
প্রণয় বন্ধনে, যে তরু রতনে,
আশ্রয় আশয়ে বাঁধিলে যতনে ;
কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়া
ফেলিল ত্বরা সে তরু তুলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য নাই, রয়েছ সদাই,
মাটি মাখিয়া।

কেন অশ্রু জলে ভাসিছ নলিনী ?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,
চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে।
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।

সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমায় দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে,
এখন আর।

কেন বৃথা আর কাঁদ ব্রজবালা
সহিতে না পারি বিরহের জ্বালা?
যে ক্রূর অক্রূর, নির্দ্দয় কর্ব্বুর,
লয়ে শ্যামধনে গেছে মধুপুর;
ভেবনা করিয়া যমুনা পার
আনিয়া সে ধনে দিবে আবার।
না পারে করিতে, ক্রন্দন সে চিতে,
দয়া সঞ্চার।

এই নাকি সেই সুখের প্রতিমা?
এই ম্লানমুখী সে চারু পূর্ণিমা,
যার মৃদু হাসি, চন্দ্রিকার রাশি,
রঞ্জিত নিয়ত নিকটনিবাসী;
যাহার আনন সুধার ধারে
সাজিত সংসার আনন্দ হারে;
শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত,
সখী আকারে।

অরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া;
সন্তাপহারিণী ছিল যেই ছায়া,
একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার।
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল?
কেমন স্বভাব তোর রে খল,

সুধা ছিল যথা, ঢালি কেন তথা,
দিলি গরল।

কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন
যে ছিল তোমার হৃদয়রতন
অনায়াসে তারে, অকূল পাথারে,
ফেলি চলি গেলে কোথাকারে?
প্রেমের পুতলি ভাসিছে জলে
ডোবে ডোবে শোক সাগর তলে;
কোমলা সরলা, অবলা বিকলা,
বিরহ বলে।

পলকে প্রলয় যাহার বিহনে
দেখিতে সতত জাগি কি স্বপনে;
হেলায় তাহারে, ভুলি একেবারে,
একা রাখি গেলে মর্ত্ত্য কারাগারে।
ধুলায় লোটায় সোণার কায়
কে করে এখন সান্ত্বনা তায়?
নয়নের জলে, বদন মণ্ডলে,
স্রোত বহায়।

মৃত মিত্রের জননী দর্শনে খেদ।

কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ভিন্নবক্ষা শুক্তি ভূমে অচেতন
হৃদয় মুকুতা কাল করিলে হরণ?
কে ডুবিছে ওই শোক-সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসী কমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে?

এই দীনা হীনা নাকি বঙ্কুর জননী ?
ধূলি ধূষরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন ।
কাঁদিছে কি তমোবাস পরিয়া ধরণী ?
গ্রাসিয়াছে তব রবি কালরূপ ফণী।
আসিয়াছে ভয়ঙ্কর শোকের রজনী ।

কেঁদ না কেঁদ না মাগো সম্বর রোদন ।
অশ্রু জলে বাড়িবে কি সে তরু আবার,
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যার ?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন ?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন ?

পান্থশালা এসংসার, কেহ নহে কার ।
এক দল আসে আর একদল যায় ;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায় ?
ইহাকে উহাকে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার ।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার ।

বিচিত্র অঙ্গের কাঁচ খণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি ;
কুৎসিত যা চলি যায় মনোহর বলি ।
মায়া-সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান ।
চৌদিকে অপূর্ব্ব পুরী করয়ে নির্ম্মাণ ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান ।

মনের পিপাসা নাহি মিটে ধরাতলে ।
মরীচিকা কুজ্ঝটিকা পারে কি কখন ।

শীতলসলিলতৃষা করিতে হরণ ?
প্রবেশিয়া স্বর্গপুরী ধরমের বলে
না করিলে স্নান মুক্তিসরোবর জলে,
না যায় মনের তৃষা, দুখে দেহ জ্বলে।

মুহূর্ত্ত সুখদ সনে দর্শন এখানে
বিজুলি ক্ষণেক খেলি জলদে লুকায় ;
পলকান্তে ইন্দ্রধনু দেখা নাহি যায় ;
উঠিতে উঠিতে রবি পূর্ব্বদিক্ পানে
নীহার মুকুতা উড়ি যায় কোন খানে,
কুসুম সুষমা আর রহে না বাগানে।

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন ?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,
ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে ;—
মা তুমি কেঁদ না আর—মুছ মা নয়ন—
কাঁদিয়া কি হবে ? কর শোক সম্বরণ—
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন ?

কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।
অনুক্ষণ মা বলিয়া ডাকিব তোমায়,
ভিন্ন তুমি না ভাবিতে সখায় আমায়।
ভাব গো মা এক পুত্র গিয়াছে তোমার ;
অন্য পুত্র-হতে ত্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষমা সম গুণ নাই কহে বুধগণ।
ক্ষমাশীল চিরসুখী আনন্দ-সদন॥
রীতি মত করিলে ক্ষমার ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি হয় অপকার॥
ধর্ম্ম যথা একমাত্র শ্রেয়ের সাধন।
বিদ্যা যথা একমাত্র তৃপ্তির কারণ॥
বীর্য্য যথা এক মাত্র যশের আধার।
ক্ষমা সেই রূপ শান্তি সুখের আগার॥
ক্ষমাবর্ম্মে কলেবর আবরিত যার।
সহস্র বিপদাঘাত কি কবিবে তার॥
তৃণ শূন্য স্থানে বহ্নি হইলে পতিত।
বিনা যত্নে আপনি হয় প্রশমিত।
ক্ষমাশীলে বিপদ করিয়া আক্রমণ।
আপনি পালায় নাহি করিতে যতন॥
ক্ষমার অশেষ গুণ না যায় বর্ণন।
কখনও ক্ষমা নাহি দিবে বিসর্জ্জন॥
পাণ্ডিত্যলাভের তরে বিদ্যা অধ্যয়ন।
শুন বলি পণ্ডিতের বিশেষ লক্ষণ॥
অর্থ লালসায় হয়ে ব্যাকুলিত মন।
যেইজন ধর্ম্মধন না ত্যজে কখন॥
আত্মজ্ঞান তিতিক্ষা যাঁহার অলঙ্কার।
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥
নাস্তিকের মতে যিনি কখন না যান।
সাধুকার্য্য সাধনে যে সদা শ্রাদ্ধাবান॥

পাপকার্য্য বিষবৎ পরিত্যজ্য যাঁর।
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥
যাঁর কার্য্য আর সাধু মন্ত্রণার ফল।
উদয়ের আগে নাহি জানে শত্রুদল॥
সদত যে তোষে করি নম্র ব্যবহার।
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥

নমঃ নমঃ নারায়ণ,
নিরময়, নিরঞ্জন,
সনাতন নিখিল কারণ,
তুমি নাথ অনুরাগে
এ বিশ্ব সৃজিয়া আগে
পরে তাহা করিছে পালন,
আবার কালেতে হরি,
সকল সংহার করি

বিশ্ব খেলা করিবে নিঃশেষ।
তুমি, রজঃ তমঃ সত্ত্ব,
কে জানে তোমার তত্ত্ব?
তুমি তত্ত্বাতীত ত্রিলোকেশ।
নিজে তুমি স্পৃহাশূন্য,
কিন্তু করিতেছ পূর্ণ
অসংখ্যজনের অভিলাষ।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল
পরমপদার্থ মূল,
সর্ব্বাধার অজ অবিনাশ।
সবার হৃদয়মাঝ
সর্ব্বক্ষণ সুবিরাজ,
অথচ রয়েছ দূর অতি।

তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী
অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী,
অগতির তুমি মাত্র গতি ।
হয়ে তুমি একমাত্র,
না বিচারি পাত্রাপাত্র
সর্ব্বত্র সকলে বিরাজিত,
সপ্তসিন্ধু সুশয্যায়-
শায়ী, সপ্তসাম গায়
সপ্তস্বরে তব গুণগীত ।
মুমুক্ষু যোগীন্দ্রগণ
বিষয় হইতে মন
সযতনে করি আকর্ষণ,
হৃদে স্থাপি জ্যোতিঃরূপে,
ডুবি প্রেমানন্দ কূপে,
ধ্যান করে তব শ্রীচরণ ।
অসীম মহিমা তব
আমরা কি আর কব,
বাণী ভব পরাভব মানে,
মনোনীত, বাচাতীত
তুমি নাথ সর্ব্বাতীত,
তোমার গরিমা কেবা জানে ?